লণ্ডনের নক্সা

এবং

ফ্রান্স ভ্রমণ।



শ্রীপ্রমথনাথ বসু প্রণীত।



কলিকাতা;

৩৪।১ কলুটোলা ষ্ট্রীট, বঙ্গবাসী মেশিন প্রেসে শ্রীরমেশচ

দ্বারা মুদ্রিত এবং ৫৫ কলেজ ষ্ট্রীট ক্যানিং লাইব্রেরি

হইতে প্রকাশিত।

১২৯১।

সূচীপত্র।

লণ্ডনের নক্সা।

ফ্রান্সভ্রমণ।

লণ্ডনের নকসা।

আমার বাসা ও চাকরাণী।

আমার বাসবাটী চৌতল—এখানকার প্রায় সকল বাটীই ত্রিতল কি চৌতল। দুইপাশে লাগাও আর দুটী বাড়ী—এইরূপ বাড়ীর সারি চলিয়াছে। বাটীর সম্মুখে, রাস্তার দিকে প্রাঙ্গণ —খুব ছোট, লোহার রেলে বেষ্টিত। প্রাঙ্গণের নীচে অন্ধকূপ গোছের ঘর (Cellar), এখানে কয়লা থাকে। বাড়ীর সর্ব্বনিম্ন তলকে Ground floor বলে, ইহা খানিকটা জমির নীচে। এখানে দুইটী ঘর; রাস্তার দিকের ঘরটীতে আমার গ… কর্ত্রী (Land lady) ও তাহার আত্মীয় স্বজন … ও খাওয়া দাওয়া করেন; পিছন দিকের ঘরে রান্না হয়। গ্রাউণ্ড ফ্লোরের উপরতলাকে "Parlour" বলে। এখানেও দুটী ঘর; সম্মুখেরটী

বসিবার জন্য সাজান, পশ্চাতের ঘর শোবার। Drawing-room-floor পার্লরের উপর। সেখানকার ঘর দুটীরও বন্দোবস্ত পার্লরের মত। চৌতলায়, গৃহকর্ত্রী তাঁহার মেয়েরা ও চাকরাণী শয়ন করে। আমি পার্লরের ঘর দুটীর জন্য সপ্তাহে ১৬ শিলিং ভাড়া দিই। ড্রয়িংরুমে আর এক জন বাসাড়ে থাকে। তাহার ভাড়া বেশী, এক গিনি।

আমার ঘরের একটু বিশেষ বর্ণনা দিব। মেজে কাটের, কার্পেটে আবৃত তাই রক্ষা, নহিলে জুতার ঠক্‌ঠক্ শব্দে কাণ ঝালাপালা হইত। রাস্তার দিকে একটী সাসি খড়খড়ি লাগান জানালা; শীতকালে সকালে যখন চাকরাণী ঘর পরিষ্কার করে, তখন ছাড়া, সাসি খোলা হয় না। র পাশে বসিয়া, কোন কাজ না থাকিলে লোকজন দেখিয়া সময় কাটান যায়। টেবিল, সোফা ইত্যাদির বিষয় বিশেষ বলিবার আবশ্যক নাই। ঘরের এক দেয়ালে, আগুন জ্বালাইবার স্থান (Fire- সেখানে আগুন জ্বলিতেছে। উহার অনতিদূরে, এক পাশে একখানি আরামচৌকি।

ইহা বাস্তবিক আরামের জিনিস। বাহিরে বিষম শীত, বরফ পড়িতেছে। রাত্রিকাল, সব নিস্তব্ধ। তখন ঐ চৌকিতে হাত পা ছড়াইয়া আধ-বসা আধ-শোয়া রকম বসিয়া—শুইয়া, চক্ষু মুদিয়া একটী পাইপ টানিতে টানিতে (কি দুঃখ গুড়-গুড়ি নাই) ভাবিতে, কল্পনার সহিত উড়িতে, শূন্যে বড় বড় অট্টালিকা গড়িতে ভাঙ্গিতে কি সুখ! গুড়্গুড়ি থাকিলে চরম সুখ হইত—সেই-টাই অভাব। ইংরেজেরা খুব সভ্য হইয়াছেন বটে, কিন্তু তাহারা সভ্য রকমে তামাক খাইতে শিখেন নাই। হুঁকা গুড়গুড়ী এবং অম্বুরী যে পাইপ চুরোট আর শুখনো তামাকের চেয়ে কত গুণে শ্রেষ্ঠ, সেটা তাঁহাদের বুঝিতে বাকি আছে; শুধু যে অধিক প্রীতিকর তা নয়, শরীরের পক্ষেও অনেক ভাল। কারণ হুঁকার জলে তামাকের 'নিকটিনাদি' বিষাক্ত পদার্থ মিশ্রিত হইয়া যায়, মুখের ভিতর যাইতে পারে না। আমাদের দেশে আজ কাল চুরোট খাওয়া ফেসিয়ান্ হই-তেছে দেখিয়া আসিয়াছি। নব্য-বঙ্গ হুঁকা ছাড়ি-তেছেন। একেবারে ছাড়িয়া দেও ভালই—

কিন্তু তার বদলে চুরোট ধরিও না। গুড়গুড়ী নাই, দুঃখে এতটা বলিতে হইল, পাঠক মার্জ্জনা করিবেন। আমি এক রকমের গুড়গুড়ী তৈয়ার করিয়াছিলাম; কিন্তু তামাক কোথায়? গুড়গুড়ীতে খরসান্ চলে না, কাজেকাজেই তাহা ছাড়িতে হইল।

পূর্ব্বে বলা হয় নাই যে রাস্তা হইতে প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিতেই একটী সিঁড়ি। তাহা দ্বারা উঠিয়া, বাড়ীর দরজা, ইহা ভিতর দিকে খুব ভাল করিয়া বন্ধ না থাকিলে, বাহির হইতে চাবি দিয়া খোলা যায়। আমার ড্রয়িং-রুমের বাসাড়ের ও গৃহকর্ত্রীর কাছে এক একটী এইরূপ চাবি (Latch-key) আছে। আমরা যখন তখন এই চাবি দ্বারা দরজা খুলিয়া ভিতরে আসিতে পারি। যে দরজার কথা বলিলাম তাহাতে ঢুকিতেই সম্মুখে একটী রাস্তা (Passage)। আমার বসিবার ঘরের একটী দ্বার এই রাস্তার দিকে; আর একটী অপেক্ষাকৃত বড় দ্বার এই ঘরের ও শোবার ঘরের মধ্যে। শোবার ঘরেও একটী দ্বার রাস্তার দিকে।

এত খুঁটিনাটি করিয়া বলাতে, ভরসা করি পাঠক চটিবেন না। আমি যখন শুইতে যাই, শোবার ঘরের দুইটী দ্বারই চাবি বন্ধ করি। সকালে উঠিয়া সেইখানেই টবে জল থাকে (পৃথক স্নানাগার নাই), তাহাতে পাখীর স্নান-গোছ স্নান করা যায়। খুব শীতের সময়, প্যাসেজের দিকের দ্বারে চাকরাণী গরম জল রাখিয়া যায়; তাহাতে বরফ বা ঠাণ্ডা জল মিশাইয়া লই। আমার স্নান করিবার,—অনেক সময় আমার উঠিবার,—আগে চাকরাণী প্যাসেজের দিকের দ্বার দিয়া বসিবার ঘরে প্রবেশ করিয়া, সেখানকার কার্পেট, চৌকি, টেবিল, ইত্যাদি পরিষ্কার করিয়া, টেবিলের উপর খাওয়া দাওয়ার বাসনাদি সাজাইয়া, এবং ফায়ার প্লেসে আগুন জ্বালিয়া চলিয়া যায়। আমি স্নানান্তে বসিবার ঘরে আসিয়া ঘণ্টায় ঘা দিলাম অর্থাৎ ফায়ার প্লেসের কাছে একটী হ্যাণ্ডেল আছে সেটী নাড়িয়া দিলাম, তাহার সহিত তার দ্বারা নীচের তলায় (যেখানে চাকরাণী ও গৃহকর্ত্রী কাজ করে) ঘণ্টার যোগ আছে। হ্যাণ্ডেল

নাড়িয়া দিলে ঘণ্টা বাজিল। কিছুক্ষণ পরেই চাকরাণী প্রাতঃ ভোজনের উপকরণ লইয়া হাজির।

চাকরাণীর নাম মেরি। বলা বাহুল্য অবিবাহিতা। এখানে বিবাহিতা স্ত্রীলোকদের চাকরী করা রীতিবিরুদ্ধ। মেরির বয়স ১৭।১৮ বৎসরের অধিক হইবে না; এখানে বয়স জিজ্ঞাসা করা রুচিবিরুদ্ধ, আন্দাজে লিখিলাম। রং ফরসা বলা অত্যুক্তি বোধ হইতে পারে। আমাদের কাছে সব সাহেব বিবিই ফরসা, আবার আমরা সকলেই সাহেবদের কাছে কাল। তাঁহারা যেরূপ আমাদের মধ্যে কে গৌরবর্ণ এবং কে শ্যামবর্ণ হঠাৎ ঠিক করিতে পারেন না, সেইরূপ আমরাও তাঁহাদের মধ্যে ফরসা (dark) শীঘ্র চিনিতে পারি না। মেরির রং আমি যদিও ফরসা বলিলাম, আমার গিন্নি তাহাকে (dark) বলেন। মেরি লেফাফা দোরস্ত। পাঠক! তুমি যদি সভ্যতা কি এক কথায় জানিতে চাও আমি বলিয়া দি।—লেফাফা-দোরস্ততা। চাকরাণী হোক আর যাই হোক,

মেরি সভ্য সমাজের সভ্য,, অতএব ইহার গুণ তাহাতে ষোল আনা বর্ত্তমান। দিনের মধ্যে কতবার যে সে সাবান্ দিয়া মুখ পরিষ্কার করে তাহা বলিতে পারি না। বৈকালে বেশ পরিষ্কার করিয়া খোপা বাঁধা হয়। কিন্তু ব্যাপটিস্মের সময় যদি মাথায় জল না পড়িয়া থাকে, তাহা হইলে জীবনে মেরির কখনও স্নান হইয়াছে কি না, সে বিষয়ে আমার বিলক্ষণ সন্দেহ। আমি যখন বাড়ী ভাড়া লইয়া রোজ সকালে স্নান করিবার ব্যবস্থা করিলাম, চাকরাণী অবাক্। রোজ স্নান!

মেরির একটী বিশেষ গুণ পরের জিনিস্ দরকার হইলে আপনার মনে করা এবং ব্যবহার করা। সোজা কথায় ইহা এক রকম চুরি—তবে এত কথা প্রয়োগ করিলাম কেন? মেরিকে প্রকারান্তরে চোর বল, সে কিছুই বলিবে না, কিন্তু যদি তাহাকে সোজাসুজি "চোর" বল, তাহা হইলে সে 'গাঁ' মাথায় তুলিবে। আমার বসিবার ঘরে Gupboardএ জাম, জমান দুধ, ইত্যাদি মিষ্ট সামগ্রী থাকে। মধ্যে মধ্যে

দেখি সে সব বড় কমিয়া যায়। একদিন মেরীকে ডাকিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম, সে প্রত্যুত্তরে বিড়ালের উপর সব দোষ চাপিয়া দিল এবং কবোর্ডের কোন্ ফাটাফুটা দিয়া বিড়াল প্রবেশ করিয়াছিল সম্ভীরভাবে তাহার অনুসন্ধান করিতে লাগিল। আমি হাঁসি রাখিতে পারিলাম না। আর এক দিন আমি একখানি পিয়ার্সের ভাল সুগন্ধি সাবান, একবার মাত্র ব্যবহার করিয়া সাবানের ডিসে রাখিয়া দিয়াছি। পরে আর তার দেখা নাই। চাকরাণীর উপর সন্দেহ হইল, মুখে সুবাস সাবান মাখিতে সাধ গিয়াছিল তাই লইয়াছে। কিন্তু ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করাতে, সে যেন কিছুই জানে না এইরূপ ভাব চেহারায় প্রকাশ করিল এবং কিছুক্ষণ পরে বলিল যে, সাবানখান নিশ্চয়ই মুখ ধোবার পাত্রে ময়লা জলের ভিতর ছিল, জলের সহিত সে ফেলিয়া দিয়াছে। সাবান পিচ্ছল পদার্থ, হাত হইতে পড়িয়া যাওয়া অসম্ভব নয়, কিন্তু সাবানের পাত্র হইতে কিরূপে উহা জলে প্রবেশ করিল, বিড়ালের কবোর্ড প্রবেশ করার ন্যায় বিষম

সমস্যা রহিল। আবার গৃহকর্ত্রী আসিয়া চাকরাণীর পক্ষে সাক্ষ্য দিল। তাহাদের দুজনের আপনাদের মধ্যে মিল থাক না থাক, বাসাড়েদের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ঐক্য। চাকরাণী কোন দোষ করিলে গৃহকর্ত্রী তাহার পক্ষ অবলম্বন করে, এবং গৃহকর্ত্রীর কোন ত্রুটি হইলে চাকরাণী তাহার ওকালতী করে। দুই জনের কাহাকেও দোষী করা এক রকম অসম্ভব।

এখানকার চাকরাণীরা খুব খাটে। একলা মেরি সমুদায় বাড়ীর কায যেরূপ সুচারুরূপে করে, আমাদের দেশে ৪।৫ জন চাকর চাকরাণী সেরূপ করিতে পারে না। সকালে ৬টা হইতে রাত্রি ১০।১১টা পর্য্যন্ত খাওয়াদাওয়ার সময় ছাড়া তার বিশ্রাম নাই বলিলে হয়। ভোর বেলায় আমার বসিবার ঘর কিরূপ সে পরিষ্কার করে, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। সেখানে আসিলে শোবার ঘরও সেইরূপ পরিষ্কার করে। বাড়ীতে যতগুলি ঘর আছে এই রকম তার ছাপছোপ রাখিতে হয়। তা ছাড়া আমাদের খাবারদাবার যখন যা কিছু দরকার, ঘণ্টায় ঘা দিলেই

আনিয়া দেয়; যে সিঁড়ি ও প্যাসেজের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি তাহা নিকোন, বাসন মাজা, গৃহকর্ত্রীকে রন্ধনে সহায়তা করা, দোকান হইতে খুচরা জিনিস লইয়া আসা, ইত্যাদি সবই তার করিতে হয়। সুধু যে খাটে তা নয়, খাটে বিনা বাক্য ব্যয়ে, প্রফুল্লচিত্তে। এক গৃহকর্ত্রী এবং এক চাকরাণী, এক ঢোল এক কাঁসি, তাহাতেই যথেষ্ট।

চাকরাণীর বেতন সপ্তাহে ২ টাকা এবং খোরাক। শুইবার জন্য একটী ছোট ঘর পায়। এখানে ধনী লোক ব্যতীত কেহই চাকর রাখে না কারণ তাহাতে অনেক খরচ। একজন চাকরের মাসিক বেতন ৪০ ৫০ টাকার কম নয়, এবং সে চাকরাণীর মত সব কাজ করিবে না। এখানকার রাঁধুনীরাও প্রায় সব স্ত্রীলোক। মধ্যবিত্ত গৃহস্থেরা এক জন চাকরাণী ও একজন রাঁধুনী স্ত্রীলোক রাখিয়া থাকেন।

মেরি প্রতি রবিবারে কয়েক ঘণ্টার ছুটী পায় —তাহার গিরজায় যাইবার জন্য। কিন্তু সেখানে কখনও তার পা পড়িয়াছে কিনা সন্দেহ। মেরি

যীশুখ্রীষ্টের নাম শুনিয়াছে, দেবতা বলিয়া মানে, সেই পর্য্যন্ত। তার হৃদয়ের টান আর একটী কৃষ্ণের দিকে। ইনি মেরির Sweetheart। এই কৃষ্ণ কখনও কখনও পার্কাদি নিকুঞ্জ কাননে, নিরূপিত স্থানে, তাহার প্রণয়িনীর আগমন প্রতীক্ষা করে, কখনও বা বাড়ীর সম্মুখে রাস্তায় পায়চালি করে এবং সিস্ দেয়। আমি কয়েক রবিবার বৈকালে বাড়ীর কাছে একটী বিশেষ সিস্ শুনিতাম, দেখিতাম উহা শুনিলেই মেরি ছটফট করিত, কাজকর্ম্ম "জো সো" করিয়া সারিয়া বাহিরে যাইবার জন্য ব্যগ্র হইত। ঐ সিস মেরির কৃষ্ণের বাঁশি। মেরি পোষাকী-কাপড় পরিয়া (সম্ভবতঃ আমার পিয়ার্সের সোপ মাখিয়া) সাজিয়া গুজিয়া তাহার নিকট যাইত।

———o:():o———

গৃহকর্ত্রী।

আমার বর্ত্তমান গৃহকর্ত্রীর বয়স অনুমান ৪০। ৪৫ বৎসর। এখানকার হিসাবে তাঁহাকে মধ্যম বয়স্কা বলা যাইতে পারে। পাঠক! তুমি যদি লণ্ডনে এস, বৃদ্ধা গৃহকর্ত্রীর বাড়ীতে বাসা ভাড়া না লইতে চেষ্টা করিও! যাঁহাদের মস্তিষ্কে রুচির পীড়া জন্মিয়াছে হন্যে কুকুরাহত ব্যক্তি যেরূপ জল দেখিলে ভেউ ভেউ করে, সেইরূপ যাঁহারা যে কথার কোন দূষিত অর্থ হওয়া সম্ভব, সেইটীই আগে ভাবিয়া লইয়া 'কুরুচি, 'কুরুচি' চীৎকার ছাড়েন, তাঁহারা নিশ্চয়ই বলিবেন আমার এটী কুপরামর্শ, আমি খারাপ কথা লিখিলাম। আমি এখানে অনেক দিন আছি, অনেক গৃহকর্ত্রী দেখিয়াছি—যে পরামর্শটী দিলাম, সেটী আমার বহুদর্শিতার ফল। অগ্রাহ্য কর—ঠকিবে। লণ্ডনের সকল গৃহকর্ত্রীই তোমার খাবারদাবার জিনিসপত্র ও ফায়ারপ্লেসের কয়লা ইত্যাদির জন্য বাজারের

অপেক্ষা, কিছু কিছু বেশী দাম লইবেই লইবে; এইরূপ উপরি পাওনা তাহারা সকলে ন্যায্য মনে করে, তাহা বন্ধ করা এক রকম অসম্ভব। যে বৃদ্ধা, যাহার তিনকাল গিয়া এককাল আছে, সে, নরম এবং আলগা পলি যেরূপ কালে কঠিন পাথর হয়, অথবা ইট যেরূপ পুড়িয়া ঝামা হয়, সেইরূপ ঠন্‌ঠনে শক্ত। তাহার চুলের সহিত ঠকান-বিদ্যা পাকিয়াছে। মনে করিয়াছিলাম, ধর্ম্মনিষ্ঠা বৃদ্ধা গৃহকর্ত্রী বেশী ঠকাইবে না। কিন্তু কে বাস্তবিক ধর্ম্মনিষ্ঠা, তাহা কেমন করিয়া বুঝিব? আমার একটী পলিতকেশ কর্ত্রী, বড় ধার্ম্মিক বলিয়া বোধ হইল, প্রতি রবিবারে গিরজায় যাইতে হইবে। কিন্তু তাহাতে আমার লাভ এই মাত্র দেখিলাম, যে রবিবারে আমার খাওয়া দাওয়ার সময় তাঁহার গিরজায় যাওয়ার সুবিধানুযায়ী করিতে হইল। তিনি যেমন ধারা শোষণ করিতেন, তেমন আর কেহই করে নাই। আমাদের দেশে অনেকের যেরূপ দৃঢ় বিশ্বাস, যে, ভাগীরথীর জলে স্নান করিলেই সব পাপ ধৌত হইয়া যায়, সেইরূপ আমার বোধ হয় তাঁহার

বিশ্বাস, যে, সপ্তাহে সপ্তাহে বাসাড়েদের বিল লিখিয়া যে পাপ সঞ্চিত হয়, তাহা প্রার্থনাপুস্তক খা'ন সম্মুখে খুলিয়া গিরজায় বসিলে, এবং প্রার্থনার সময় দাঁড়াইলে, ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। আমার বোধ হয়, গিরজা যাওয়া তিনি সেই জন্য অত্যাবশ্যক মনে করিতেন। 'ঝানু' কথাটা মার্জ্জিত রুচিবিরুদ্ধ কিনা জানি না; কিন্তু বৃদ্ধাকে ঐ বিশেষণটী দিলে সংক্ষেপে তাহার বর্ণনা হয়।

যে গৃহকর্ত্রীর কথা লিখিতেছি, তিনি যে বিশেষ গুণবতী বা রূপবতী, তা নন। ইংরাজী রান্নার কথা শুনিয়া আমাদের দেশের গিন্নিরা হাসিবেন। সে রান্নায় হলুদবাটা, ধনে বাটা, জিরামরিচ, এমন কি লবণ পর্য্যন্তও পড়ে না—ফোড়ংএর কথা দূরে থাক্,—ওমা সে কি আবার রান্না! যে রান্নায় সুক্তো, শাকের ঘণ্ট, মোচার ঘণ্ট, চড়চড়ি, বড়া, তিলেবড়ি ভাজা, ছেঁচড়া, অম্ল, গরম গরম ফুল্কো লুচি, ইত্যাদি নানাবিধ জিনিষ একেবারে নাই, হ্যাঁগা তাও আবার মানুষের ভাল লাগে! রান্নায় তাঁহাদের সম্পুর্ণ জিৎ, সে কথা আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি; এবং ভরসা

করি, আমাদের সুশিক্ষিতা নব্যারা সে রান্না ছাড়িয়া দিবেন না। সে রান্নার কথা মনে পড়িলে, চোখে ও জিহ্বায় যেন কিরূপ সহানুভূতি জন্মে—একত্রে বিশিষ্টরূপে সিক্ত হয়। আমার গৃহকর্ত্রী এখানকার রান্নায় পারদর্শী, অর্থাৎ মাংসটা Ovenএর ভিতর রাখিয়া দিলে, কখন তাহা খাদ্যোপযোগী হয় সেটা বেশ বুঝিতে পারেন, এবং আলুটা আস্টা জলে ফুটাইলে কখন নরম হয় তাহাও আন্দাজ করিতে অক্ষম নন। রান্নার কি তারিফ্! কিন্তু ঐ রান্নার প্রশংসা করিলে তিনি বড় খুশী, তাঁহার মন গলিয়া যায়। যদি তিনি বেমক্কা রকম চার্য করিয়া থাকেন, তাহলে এরূপ দু চারটা মিষ্ট কথা বলিয়া ভূমিকা করিয়া, তবে আসল কথা পাড়িতে হয়, তাহাহইলে অনেকটা কার্য্যসিদ্ধি হইবার সম্ভব। কিন্তু যে বুড়ী গৃহকর্ত্রীর কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, সে কিছুতেই গলিত না—গলা দূরে থাক্ একটু নরমও হইত না। প্রশংসা তার কাছে খাটিত না। গল্পের নসীরামের ন্যায় সে বেগুণ কখনও ছাড়িত না।

আমার গৃহকর্ত্রী, উপরে বলিয়াছি, তত রূপবতী নন, তবে নিজে তাহা ওয় কিব কিনা সন্দেহ। "অশ্বত্থামা হত ইতি গজ" গোছ করিয়া যদি কেউ তাঁহার শ্রী বা পোষাক সম্বন্ধে দুচারটা মিষ্ট কথা বলে, তাহা হইলে তিনি আহ্লাদে আটখানা। এরূপ প্রশংসা কার্য্যসিদ্ধির ব্রহ্মাস্ত্র।

এস্থলে বলিয়া দেই, যে বৃদ্ধা গৃহকর্ত্রীর ন্যায় যুবতী গৃহকর্ত্রীও বাঞ্ছনীয় নয়। পক্ককেশার টাকার উপর মায়া যেমন অধিক, নবীনার তেমনি কম। অনেকে মনে করেন বয়স হইলে সংসারে বৈরাগ্য জন্মে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঠিক তার উল্টা দেখা যায়। বয়সের সঙ্গে সংসারের বন্ধন দৃঢ়তর হয়, সঞ্চয়ের ইচ্ছা প্রবলতর হয়, কৃপণতা বাড়ে। যুবতীর সংসারে আঁট বাঁধে নাই, সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য। নববিবাহিতা নূতন প্রেমে মগ্ন। তোমাকে ঠকাইবে খুব কম। কিন্তু তোমার খাবার দাবার জন্য যত্ন করিবে না—আপনা লইয়াই ব্যস্ত। তুমি চলিয়া যাও ক্ষতি নাই, টাকার প্রতি তত মায়া জন্মে নাই। সব নবীনাই যে এইরূপ হইবে, তার

কোন কথা নাই। ভাল গোছাল গিন্নি হইলে, সে উৎকৃষ্ট গৃহকর্ত্রী হইবে। ঠকান-বিদ্যায় আজও তার হাত পাকে নাই।

আমাদের দেশের গিন্নিদের রান্নায় জিৎ, পূর্ব্বে বলিয়াছি। কিন্তু বাড়ী সাজান ও পরিষ্কার রাখা সম্বন্ধে আমার গৃহকর্ত্রীর কাছে তাঁহাদের হার মানিতে হইবে। পান্ বড় উত্তম জিনিস, অল্প পরিমাণে খাইলে উপকারও হয় বটে। তাহার রসে ওষ্ঠ চমৎকার রঞ্জিত হয়, সত্য। কিন্তু পানের পিকে যে চুনকাম-করা দেয়ালের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয়, সে বিষয় সন্দেহ। "সন্দেহ" বলিলাম ভয়ে ভয়ে—"হয় না" বলিতেছিলাম। এখানকার ঘর ছবিওয়ালা কাগজে মোড়ান; তাহাতে একটী দাগ পর্য্যন্তও লক্ষিত হইবে না। গৃহকর্ত্রী হরিণনয়না নন, বিড়ালনয়না। কিন্তু ঐ চোখ বাড়ীর চারিদিকে, ঘরে, বাহিরে ঘুরিতেছে; কোন্ চৌকীখান্ চাকরাণী ভাল করিয়া মুছিতে ভুলিয়া গিয়াছে, কোথায় কোন্ কোণে একটু ময়লা রহিয়া গিয়াছে, ক্রমাগত আবিষ্কার করিতেছে। ইহা অনেকটা

লেফাফাদোরস্ততার ফল বটে। কিন্তু এরূপ লেফাফাদোরস্ততা প্রশংসনায়। বাড়ী, ঘর, দ্বার, জিনিস পত্র সব তক্ তক্ করিতেছে।

আমার গৃহকর্ত্রী বাসাড়েদের বড় যত্ন করেন। রান্না, বাজার করা, বিল করা সব ভার তাঁহারই উপর। তাঁহার মেয়েদের কথা গত নক্সায় উল্লেখ করিয়াছি। তাহাদের দ্বারা কাজ কর্ম্মের বিশেষ সাহায্য পান না; কিন্তু তাহারা রোজগার করে—একজন কোথায় পড়ায় ও বাজনা শিখায়; আর একজন বোধ হয় কোন দোকানে কাজ করে। গৃহকর্ত্রীর স্বামীর উল্লেখ করা হয় নাই। প্রথম প্রথম তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধেই সন্দেহ ছিল; কারণ কখনই তাহাকে দেখিতে পাইতাম না। সে নগরে গুদমসরকারী গোছের কি কাজ করে। বাড়ীর সম্মুখে যে প্রাঙ্গণের কথা বলিয়াছি, তাহা হইতে সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া গ্রাউণ্ড ফ্লোরে যাইবার রাস্তা আছে। সে রোজ সকালে আমার উঠিবার আগে ঐ রাস্তা দিয়া বাহিরে যাইত, আবার সন্ধ্যার পর গ্রাউণ্ডফ্লোরে পুনঃ প্রবেশ করিত। বাড়ীর কোন কাজে

তার হাত নাই, হাত দেয়ও না। গোপালের মত ভাল ছেলে, যা পায় তাই খায়, ভাল খাব ভাল পরিব বলিয়া বায়না করে না। গৃহকর্ত্রীই সর্ব্বেসর্ব্বা। সংসারের সব কাজেই তাঁহার হুকুম অকাট্য।

বংশের ও ধনের গৌরব করা ইংরাজদের জাতীয় স্বভাব। আমার গৃহকর্ত্রীও সুবিধা পাইলে এ স্বভাব প্রকাশ করিতে ছাড়িতেন না। একটু আরম্ভ করিয়া দিলে হয়, আর মুখ দিয়া বাক্যের স্রোত বাহিরিবে—"পর্ব্বত হইতে যবে বাহিরায় নদী, কে রোধে তাঁহার গতি ?" অমুক্ লর্ডের প্রপিতামহের সহিত তাঁহার পিতামহের বড় সৌহৃদ্য ছিল, তাঁহার নিজের সহিত রাজ-বংশীয় অমুক্ ডিউকের সঙ্গে বড় আলাপ ছিল, তাঁহার এক ভ্রাতুষ্পুত্র আমেরিকায় গিয়া ক্রোড়-পতি হইয়াছে, ইত্যাদি ইত্যাদি।

প্রোফেসর ভার্চুসন।

—(::)—

প্রোফেসর ভার্চুসনের গাড়ি যুড়ী নাই। মোড়ের মাথায় ট্রাম হইতে নামিয়া, মন্দগতি কলেজের দিকে যাইতেছেন। বাঁ হাতে একটী মাঝারিগোছের কালো ব্যাগ, ডানহাতে একটী ছাতা। কিছু পূর্ব্বেই বৃষ্টি হইয়াছিল; রাস্তায় বড় কাদা; প্রোফেসরের জুতায় এবং পাণ্টুলনের নিম্নভাগে কাদা লাগিতেছে—ভ্রূক্ষেপ নাই। তাঁহার মস্তক ঈষৎ অবনত, দেখিলেই বোধ হয়, কি যেন ভাবিতেছেন। তিনি চলিতেছেন, ঠিক কলেজের দিকে যাইতেছেন বটে; কিন্তু নিজে তাহা জানেন কি না সন্দেহ। লোকটী দেখিতে কিছু "আলাভোলা"; ভিড়ের মধ্যে যাইতে যাইতে মাঝে মাঝে দুই একজন মুটে মজুরের ঘেঁস লাগিতেছে—দৃক্‌পাত নাই। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তিনি গাড়ি চাপা পড়েন না।

প্রোফেসর ভার্চুসন ব্যাগ হাতে ক্ল্যাসে প্রবেশ করিলেন। তিনি ধীর, চিন্তাশীল, স্থির; তিনি গম্ভীর; কিন্তু ঐ গাম্ভির্য্যের সহিত কেমন যেন একটু চাপা মাধুর্য্য আছে, তাহা বর্ণনা করা যায় না। তাঁহাকে দেখিলেই ভক্তি, শ্রদ্ধা আপনা আপনিই জন্মে; ঐ ভক্তি শ্রদ্ধার সহিত কেমন যেন একটু ভালবাসা মিশ্রিত থাকে। তিনি ব্যাগ হইতে কতকগুলি কাগজের টুকরা বাহির করিয়া লইয়া, যেমন বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করিলেন, অমনি সকলে নিস্তব্ধ,—টুঁ শব্দটী নাই। তিনি কোন পুস্তক বিশেষের টীকা টীপ্‌পনি পড়েন না। গালগল্প করিয়া সময় কাটান না। যে বিষয়ে বক্তৃতা দিতেছেন, সে বিষয়ে তাঁহার জ্ঞান অগাধ। তাঁহার বক্তৃতা-স্রোত বহিতে লাগিল —অল্প জলের স্রোত তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া, পাথরের উপর লাফাইয়া লাফাইয়া, যাইতেছে না। সে স্রোতের জল সুগভীর—অতলস্পর্শ। তাহা শ্রোতৃবর্গকে ডুবাইয়া লইয়া মন্দ মন্দ গমন করিতেছে—সময় যেন কোথা দিয়া চলিয়া গেল।

প্রোফেসরের বার্ষিক বেতন ৩০০০৲ টাকা

মাত্র। কিন্তু, এখানে বেতন, বিদ্যা বুদ্ধির পরিমাণ নহে; বেতন দ্বারা মানমর্য্যাদা নির্দ্ধারিত হয় না। তিনি আমাদের দেশের ১০/২০ টা যুড়ী হাঁকান, হট্ হট্ করা, প্রোফেসরকে গিলিয়া খাইতে পারেন। তবুও এত অল্প বেতনে সন্তুষ্ট, তবুও তিনি এমন নম্র—গিলিয়া খাইতে পারেন বলিয়া, এমন সন্তুষ্ট ও নম্র। তিনি, যে ধনে ধনী, রৌপ্য বা স্বর্ণমুদ্রা তাহার পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে অক্ষম। তাঁহার চেহারা দেখিলে বোধ হয়, তাঁহার যেন কিছুরই অভাব নাই। বেতন ছাড়া, সাময়িক পত্রে লিখিয়া, বা স্থানান্তরে বক্তৃতা দিয়া, তিনি আরও কিছু উপার্জ্জন করেন। কিন্তু টাকা রোজগার করা তাঁহার উদ্দেশ্য নহে; তাঁহার অভাব অধিক নহে, খাঁইও অধিক নহে।

প্রোফেসর ভার্চুসন যেমন বিদ্যার জাহাজ, তেমনই আবার সচ্চরিত্রের ও সদ্ব্যবহারের আদর্শস্থল। তিনি গুরু; কিন্তু তাই বলিয়া যে ছাত্রের সহিত দূর-সম্বন্ধ, তাহা নহে। তিনি গুরু এবং বন্ধু—সাধ্যমত উপকার করিতে, সং-

পরামর্শ দিতে, এমন লোক আর কুত্রাপি দেখা যায় না।

প্রোফেসর ভার্চুসন একদিন আমাদিগকে স্থানান্তরে কিছু দেখাইতে লইয়া যাইবেন। আমাদের বড় আহ্লাদ। নির্দ্দিষ্ট রেলওয়ে-ষ্টেসনে সকলে একত্রে হওয়া গেল। আমাদের মধ্যে কেহ কেহ ধনী, কেহও বা গরিব। কিন্তু সকলকেই রেলের গাড়ির তৃতীয় শ্রেণীতে যাইতে হইবে। প্রোফেসরও আমাদের সঙ্গে ঐ শ্রেণীতে—তাহাতে তাঁহার মানের হানি হয় না। এখন আর তিনি বক্তৃতা দিতেছেন না—আমাদের সঙ্গে হাস্য পরিহাস, নানা রকমের আমোদ প্রমোদের গল্প করিতেছেন। রেল হইতে নামিয়া, চলিতে চলিতে, কোন স্থানে ক্ষুধা পিপাসা লাগিলে, সকলে মিলিয়া পান্থাশ্রমে যাওয়া গেল—সেখানেও গল্প, আমোদ প্রমোদ।

প্রোফেসর ভার্চুসনের যশ খবরের কাগজে কীর্ত্তিত হয় না; সুশিক্ষিত সম্প্রদায়ের বাহিরে কেহই তাঁহাকে চিনে না, কেহই তাঁহার নাম

পর্য্যন্তও হয়ত শুনে নাই। কিন্তু যদি আমাকে জিজ্ঞাসা কর, ইংলণ্ড সভ্যদেশ কেন? আমি উত্তর দিব, কারণ এখানে প্রোফেসর ভার্চুসনের মত অনেকগুলি লোকের একটী সম্প্রদায় আছে। যদি আমাকে জিজ্ঞাসা কর, ইংলণ্ডের গৌরব, ইংলণ্ডের অলঙ্কার কাহারা?—আমি উত্তর দিব, প্রোফেসর ভার্চুসনের মত লোক। ইহাঁরা ফ্যাসনের পূজা করেন না; ইহাঁদের কোটের কাট্, জুতার ঢং হয়ত মার্জ্জিত-রুচি-বিরুদ্ধ; "বলে" হয়ত ইহাঁদিগকে দেখিতে পাইবে না। কিন্তু বস্তুত, ইহাঁরাই ইংলণ্ডের মহত্ত্বের কারণ—বড় বড় রাজনৈতিক বল, আর কারীগরই বল, চিত্রকর বা যন্ত্রকার যাহাই বল, সব ইহাঁরাই প্রস্তুত করেন।

———০:():০———

"বল।"

—ষ্ট্রীটে,—নং বাড়ীতে বড় ধূম। রাত্রি দশটা বাজিল। অনেক পুরুষ ও মহিলার সমাগম হইয়াছে, তাঁহাদের সংখ্যা ক্রমেই বাড়িতেছে। পুরুষদিগের প্যাণ্টুলন কালো রঙের। কোটও কালো; বুক্ খোলা, সেখানে দুগ্ধনিন্দিত শুভ্র কামিজ শোভা পাইতেছে। কোমর হইতে কোটের সম্মুখভাগ কাটা; তাহার পিছনদিকের অংশ লেজের ন্যায় ঝুলিতে থাকে, তজ্জন্য ঐ রকমের কোটকে লেজওয়ালা কোট বলে। সন্ধ্যার পর খানায়, নাচে, কি "অ্যাটহোমে" যাইতে হইলে, ঐ রকমের কোট পরিয়া যাওয়া দস্তুর। পুরুষদিগের পরিচ্ছদের আমি বিশেষ তারিফ্ করিতে পারিলাম না। তাহার রং ও ঢং কেবল যে আমাদের চক্ষুর অপ্রীতিকর তাহা নয়; অনেক ইংরেজও তাহা পছন্দ করেন না। কিন্তু তাঁরা প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে কাজ করিতে চান না। মহিলাদের পোষাক নানা রঙের ও

ঢঙের, দেখিতে বড় ভাল। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই আপন আপন সৌন্দর্য্য বাড়াইতে এবং অঙ্গসৌষ্টব দেখাইতে সাধ্যমত প্রয়াস পাইয়াছেন। কত জনের বেণীর শোভা যে পরচুল-বিক্রেতার দৌলতে, তাহা ঠিক করা দুঃসাধ্য। পাউডার এবং রুজ্ প্রভৃতি রঙের ত কথা নাই; তদ্দারা মুখ চিত্রিত বিচিত্রিত করা অনেকের পক্ষে নিত্যকর্ম্মের সামিল হইয়া পড়িয়াছে। শুনিয়াছি, আমাদের দেশেও সভ্যতার বৃদ্ধির সহিত এইরূপ ঘটিতেছে। সভ্যতা কি জিনিস। কাহারও কাহারও মৃণালভুজের এবং কণ্ঠদেশের অধঃস্থিত প্রদেশের সৌন্দর্য্যের ঈষৎ আভা পোষাক ফুটিয়া বাহির হইতেছে। আশ্চর্য্য কি! এরূপ সমাবেশে কত ভালবাসার বীজ রোপিত হয়, কত ভালবাসার চারা বর্দ্ধিত হয়!

মহিলাদিগকে কয়েকটী দলে ভাগ করা যাইতে পারে। ১ম, পণ্ডিতা মহিলা। ইহাঁরা বড় রূপলাবণ্যবতী নন। সুন্দরীরা ইহাঁদিগকে "blue stocking" বলিয়া ঠাট্টা করেন; আরও বলিয়া থাকেন, যে, ইহাঁদের রূপ নাই বলিয়াই বিদ্যার

দিকে এত দম। যাহারা রূপবতী তাদের কি লেখা পড়া করিয়া সময় অপব্যয় করিবার অবকাশ আছে? দিগ্‌গজ রমণীরা প্রায়ই অবিবাহিতা; শারীরিক উৎকর্ষ সাধনে তাঁহারা যত্নবতী নন; তাঁহাদের দিকে ২।৪ জন পরিচিত পণ্ডিত ব্যতীত কেউ ঘেঁসিতেছে না। ২য়, সুন্দরী যুবতী। ইহাঁরাই এখানকার চুম্বক পাথর। ইহাঁদের কৃপাদৃষ্টির উপর অনেক যুবকের জীবন মৃত্যু নির্ভর করে। ইহাঁদের চারিপাশে একটী হুলস্থুল কাণ্ড পড়িয়া গিয়াছে। সকলে যদি আপন আপন মন খুলিয়া দিত, তাহা হইলে সমাজনীতিজ্ঞ, অধ্যয়ন করিবার কত বিষয় পাইত; কাহারও sweet heart হৃদয়ের ধন, অন্য একজনের সহিত হাস্য পরিহাস করিতেছে;—সে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছে। কোন বৃদ্ধের নবীনা স্ত্রী, কোন যুবকের সহিত অনেকক্ষণ ধরিয়া হাসি গল্প করিতেছে,—বৃদ্ধ ব্যাচারি ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া সেদিকে চাহিয়া রহিয়াছে। কোন স্ত্রীর স্বামী একটী রূপলাবণ্যবতীর সহিত ঠাট্টা তামাসায় ব্যস্ত। স্ত্রীর ক্ষমতা থাকিলে তৎক্ষণাৎ সুন্দরী-

টীকে দ্বীপান্তর কি আরও কিছু করিতেন; আপাততঃ, তাহাকে অভিশাপ দিয়া, বাড়ী গিয়া স্বামীকে কিরূপ শাস্তি দিতে হইবে তাহা ঠিক করিতে করিতে কোন পুরুষের সহিত গল্প বাধাইবার চেষ্টায় ঘুরিতেছেন। সৌভাগ্যের মধ্যে, সভ্যতার বলে ইহাঁদের এ সব সহিয়া গিয়াছে; নহিলে একটা তুমুল কাণ্ড হইত—ঘুঁসোঘুসী, কান্নাকাটি, ইত্যাদি ইত্যাদি। তয় দলের রমণীদের নচ রূপ, নচ বিদ্যা। ইহাঁ-দিগকে কেউ বড় পুঁছে না। ইহাঁদের ঈর্ষা বড় প্রবল। খুঁত ধরা, গালি দেওয়া, ইহাঁদের প্রধান কাজ। "Miss— কি বেহায়া! একেবারে লজ্জার মাথা খেয়েছে," "Mrs— বুড়ো বুড়ো ছেলের ম তিনকাল গেছে এক কাল আছে, এখনও লজ্জা সরম হলো না?" "দেখিছিস লা Miss— কি চলানটা চলাচ্ছে, তবু ত রূপের গন্ধও নাই," ইত্যাদি।

বলের প্রধান অঙ্গ নাচ্‌না। নাচা এখানে একটী প্রধান গুণের মধ্যে গণ্য। ভদ্র পুরুষ ও মহিলা সকলেই রীতিমত নাচিতে শিখেন।

কেবল ধেই ধেই করিয়া ঘুরলে নাচা হয় না, তার মধ্যে অনেক কাচুঁপি আছে। ড্রয়িং রুমে নাচ হয়। তোমার সহিত কোন মহিলার আলাপ হইলে, তিনি তোমার সঙ্গে কোন নাচে নাচিয়া সুখী করিবেন কি না, জিজ্ঞাসা করিতে পার। তিনি যদি অন্য কাহারও সঙ্গে নাচিতে প্রতিশ্রুত হইয়া না থাকেন, এবং যদি তোমাকে তিনি পছন্দ করেন, তাহা হইলে তোমার প্রার্থনা মঞ্জুর হইবে। নাচ শেষ হইলে নীচে পার্লরে রিফ্রেস্‌মেণ্টের আয়োজন আছে; সেখানে তাঁহাকে লইয়া গিয়া, তাঁহাকে খাওয়ানর ও তাঁহার সহিত গল্পাদি করিবার সুখ উপভোগ করিতে পার। (যিনি নিমন্ত্রক, যাঁহার বাড়ীতে "বল", তিনি আহূতদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া খালাস; তার 'পর, তাঁরা চরিয়া খান্‌। "বল" প্রায়ই রাত্রিশেষে সমাপ্ত হয়। যাঁহারা "বল"-ভক্ত, তাঁহাদের পক্ষে রাত্রিই দিন, এবং দিনই রাত্রি।)

——(::o::)——

ফ্রান্স ভ্রমণ।

—(::o::)—

পারিস ও পারিস-বাসী।

পারিস ভোগবিলাসের চরমস্থান,—"ফ্যাসনের" খাস্ আড্ডা। নগরটী যেন একটী ছবি। নগরের রাস্তাঘাট পরিষ্কার ও প্রশস্ত। অনেক পথের দুই ধারে বড় বড় শ্যামল তরুরাজি,—এবং বড় বড় সুসজ্জিত দোকান। স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের অনুকরণ, কিম্বা স্বাভাবিক শোভার উন্নতি কতদূর সম্ভব, তাহা পারিশের ও তাহার চারি পাশের সুরম্য উদ্যানগুলি না দেখিলে বুঝা যায় না। লণ্ডনের 'সিটি' (City) অর্থাৎ নগরভাগটা অনেকটা আমাদের বড় বাজারের মত,—সেইরূপ সঙ্কীর্ণগলি, সেইরূপ লোকের ভিড়, বৃষ্টির পর সেইরূপ কাদা। বিশেষ কোন কাজ না থাকিলে কেহ কখন সে দিকে ঘেঁসে না। কিন্তু পারিসের 'সিটিতে' লোকে সখ্ করিয়া বেড়ায়; এমন কি, কেহ না বলিয়া দিলে, কোন্

অংশটা 'সিটি' তাহা ঠিক করা দুঃসাধ্য। লণ্ডনের নাট্যশালা প্রভৃতি আমোদ-প্রমোদের বাড়ী খুব বড় বড়, এবং ভিতরে বেশ সাজান; কিন্তু সেখানে যাইবার রাস্তা প্রায়ই ছোট ছোট পচা ঘুপ্‌সীগলি,—দুধারে মান্ধাতার আমলের সেকেলে কাশো কালো বাড়ী, দেখিলে ভয় হয়। পারিসের থিয়েটার ও অপেরা প্রভৃতি স্থানে যাইবার পথে সখ্ করিয়া, সুখে বেড়ান যায়।

কেন এমন প্রভেদ হইল? ১৭৯৩ সালের প্রসিদ্ধ বিপ্লব এই একটী প্রভেদের কারণ। বিদ্রোহীরা পারিসের অসংখ্য বাড়ী ভাঙ্গিয়া ছারখার করে; সেই সময় অনেক পুরাণ, পচা বাড়ী ভূমিসাৎ হয়। দেশে যখন আবার শান্তি বিরাজ করিল, তখন পারিসের সেই শ্মশানভূমির উপর আবার উত্তম উত্তম অট্টালিকা দেখা দিল; নূতন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাস্তাঘাট প্রস্তুত হইল, নূতন প্রশস্ত বাগান তৈয়ার হইল। ফরাসীরা বিপদে দমে না, বিপদে বরং তাহাদের স্ফূর্ত্তি আরও বাড়ে। খরস্রোতঃস্বিনী নদীর পক্ষে যেমন বালির বাঁধ, তেজীয়ান ফরাসীর পক্ষে তেমনি

বিপদ-বাঁধ। ১৮৭১ সালে এখানে কি মহা কুরুক্ষেত্র-সমর ঘটে, তাহা অনেকেরই স্মরণ আছে। কিন্তু তাহার সাতবৎসর যাইতে না যাইতেই পারিসে আবার কত আমোদের তুফান উঠিল, রঙ্গরসের গর্‌রা চলিল। ১৮৭৮ সালের মেলায় দেশ বিদেশ হইতে পারিসে লক্ষ লক্ষ লোকের সমাগম হইল। তখন আর কমিউনিষ্টদের বর্ব্বরতার চিহ্ন কোথায়?—সকল স্থলেই হাসি খুসি, নাচ-তামাসা, আমোদ প্রমোদ! ফল কথা, ফরাসীরা স্বভাবত বড় আমুদে। তাদের "সখের প্রাণ গড়ের মাঠ"। জীবন ধারণের জন্য যেমন আহার আবশ্যক, ফরাসী জীবনের পুষ্টি সাধনের জন্য আমোদও সেইরূপ আবশ্যক। ইংরাজের ইষ্ট-দেবতা, টাকা, ইংরেজ, ষোড়শ-উপচারে টাকার পূজার জন্য অষ্টপ্রহর হন্ হন্ ঘুরিতেছে। ফরাসীর ইষ্টদেবতা—বাবুগিরি; চাল চলন "গদাই লস্কর"; কাজ কর্ম্ম চুলোয় থাক্; মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর, তাহাকে দুই দণ্ড কাফির আড্ডায় গল্প করিতে বা কনসার্ট শুনিতে হইবেই হইবে।

• যেখানে বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব, সেখানকার

হাওয়া লাগিলে বসন্ত হয়। হাওয়ার বড় গুণ! লণ্ডনে যাও, সকলেই কাজে ব্যস্ত; সেখানকার বাতাস লাগিলে হাত পা সুড়্ সুড়্ করে, খাটিতে প্রবৃত্তি যেন আপনা হইতেই জন্মে। আমোদ-প্রমোদও সংক্রামক। পারিসে আসিলে আমোদ স্রোতে নিশ্চয়ই ভাসিতে হইবে। এখানকার এমন সুচারু বন্দোবস্ত যে, তুমি— অন্তত প্রথম প্রথম—সে স্রোত এড়াইতে পারিবে না। (বাসা ভাড়া লও, বাটীতে সকালে এক পেয়ালা কফী ও একটুকুরা রুটী ব্যতীত আর কিছুই খাইতে হইবে না; বাকী বাহিরে খাইতে হইবে। /

(::o::)-

আহারের আড্ডা।

এখানে অলিগলি চারিদিকেই অসংখ্য খাবার আড্ডা। ইচ্ছা করিলে, দিনরাত বেশ বাহিরে কাটান যায়—অনেকে তাহাই করেন। কেবল পয়সার শ্রাদ্ধ; এখানে এক ফ্রাঙ্ক, ওখানে আধ ফ্রাঙ্ক, এইরূপ যে কত যায়, তাহা আমার মত লোকের পক্ষে (যে কখনও হিসাব রাখে না) ঠিক করিয়া উঠা দুঃসাধ্য। এক ফ্রাঙ্কে প্রায় ॥০। আহারীয় সামগ্রীর মূল্য যে, লণ্ডন বা অন্য স্থান অপেক্ষা অধিক, তাহা নহে। বরং কম। ফরাসীদের রান্না জগদ্বিখ্যাত, তাহারা ইংরেজদের মত সিদ্ধ পোড়া খাইয়া জীবনধারণ করে না, নানা রকমের, নানা আস্বাদের ব্যঞ্জনাদি খুব ভালবাসে। এ সম্বন্ধে আমাদের সঙ্গে খানিকটা মিলে।)

আমি একদিন বেলা এগারটার সময় টিকুতে টিকুতে এদিক ওদিক ঘুরিয়া মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য এক খাবার আড্ডায় (Restaurant) ঢুকি-

লাম। আড্ডা দুই রকমের ; এক রকমে তোমার সম্মুখে একখানা লম্বা কাগজ আনিয়া দেয়, তাহাতে সকল রকম খাদ্যের নাম ও দাম লেখা থাকে—ফরাসী ভাষায় ; ইংরাজী এখানে অল্প লোকেই বুঝে। তোমার যে রকম ইচ্ছা, খাবার বাছিয়া লও। যাহারা কেবল ইংরাজী জানে, ফ্রান্সে তাদের বড় নিগ্রহ ; ফরাসীভাষা একটু আধটু কন্ঠ না হইলে, এরূপ আড্ডাঘরে প্রবেশ বড় সুবিধা নয়,—ফর্দ্দে হয়ত ৩০।৪০ টা খাদ্যের নাম আছে, তুমি কোন্‌টা বাছিয়া লইবে? আর এক রকম আড্ডাঘর আছে, তথায় মধ্যাহ্ন ও সান্ধ্য-ভোজনের দাম নিরূপিত— সাধারণতঃ এক টাকার মধ্যে ঐ দামে তোমার যে কয়টা খাবার প্রাপ্য, ক্রমান্বয়ে সব তুমি পাইবে ;—উপরন্তু এক বোতল ক্লারেট মিলিবে। এইরূপ স্থানেই অধিক লোক আসে, কারণ শস্তা,—অথচ খাবার জিনিস ভাল। মধ্যাহ্ন ভোজনের পর, সকলে কাফির দোকানে (কাফে) চলিল। এত অধিক সংখ্যক এবং এত বড় বড়, সুসজ্জিত কাফে ইংলণ্ডে নাই। ইংরেজের

যেমন একটী অগ্নি-কুণ্ড না হইলে চলে না, ফরাসীর সেইরূপ কাঁফী-গৃহ অবর্ত্তমানে সংসার অচল। অধিকাংশ ফরাসীর অধিকাংশ সময় এখানে অতিবাহিত হয়। দুই এক পেয়ালা কাফি, বা দুই এক গ্লাস আরও গুরুতর পদার্থ পান করিয়া, বিলিয়ার্ড খেলিয়া, বথাম করিয়া ইয়ার্কি দিয়া—প্রায় অনেকেই এখানে অন্তত ২।৪ ঘণ্টা কাটায়। দিন একটা হইতে রাত্রি দুপর পর্য্যন্ত কাফির দোকান লোকে পরিপূর্ণ। বৈকালে এত লোক হয়, ভিতরে স্থান কুলায় না,—রাস্তার ধারে অনেকে বেঞ্চ পাতিয়া বসিয়া যায়। অনেকে বন্ধুবান্ধবের সহিত এখানে সাক্ষাৎ ও আলাপ পরিচয় করেন। অলস ও নিষ্কর্ম্মা লোকের ইহা এক রকম বাসা বলিলেও চলে এখানকার লোকদিগকে দেখিলে বোধ হইবে যে, তাহারা সারাদিন আহারে, পানে ও গল্পে ব্যস্ত। তাদের যে অন্য কিছু কাজ আছে, সে পক্ষে সন্দেহ হয়। ৫টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত সান্ধ্য-ভোজনের সময়। এই উপলক্ষে ৪টা হইতেই সকলে কাফেতে দুই এক গ্লাস 'অ্যাবসান্ত'

ও 'ভারমুথ' সম্মুখে করিয়া উপবিষ্ট; তাহা শেষ করিয়া আড্ডাঘরে; আড্ডাঘর হইতে ফের কাফি গৃহে; তথা হইতে নাচঘর, থিয়েটার ইত্যাদি।

আর এক রকম কাফে আছে, তার একটু বিশেষ বিবরণ দিব। ইহার নাম ব্রাসারি। এখানে সুন্দরী যুবতীরা ডেস্কের পাসে বসিয়া হিসাবপত্র লিখিতেছেন। নবীনারা তোমার হুকুম মত পানীয় সামগ্রী আনিয়া দিতেছেন,—একে পারিসের যুবতী, তাতে আবার বাছা বাছা;—তোমার অনুমতি পাইবামাত্র, একজন বিদ্যাধরী আসিলেন,—হাতে দুইটী গ্লাস। তুমি ভাবিতে লাগিলে, এ কি?—একটা গেলাস চাহিলাম, দুটা গেলাস আনিল কেন? বুঝি আমার ভাল ফরাসী জানা নাই, তাই ভুল বলিয়া থাকিব। আচ্ছা, দুই গ্লাস আনিয়াছে, থাক্; ফিরিয়া দেওয়াটা ভাল দেখায় না। আমি এইরূপ ভাবিতে না ভাবিতে অমনি আমার পাশ ঘেঁসিয়া যুবতী আসীনা হইলেন,—একটী গেলাস আমার হাতে দিলেন, অপরটী স্বয়ং চোঁ

চোঁ শেষ করিলেন। ভাবনা হইল, কে দ্বিতীয় গেলাসটীর দাম দিবে? সে যা হোক, স্ত্রীলোকটী তখন আরও যেন পরিচিতভাবে আমার সহিত নানা খোস গল্প আরম্ভ করিলেন। ইউরোপীয় সভ্যতা,—রমণীরত্নের সহিত কথা না কওয়া বা তাহাকে তাড়াইয়া দেওয়া উচিত নহে,—আর, পাশে দুই এক দণ্ড বসিলেই বা হানি কি? তোমাকে যদি নিতান্ত গোবেছারি-গোছ দেখে, বিশেষতঃ যদি জানিতে পারে তুমি ইংলণ্ড হইতে আসিয়াছ, তাহা হইলে আর তুমি যাবে কোথা; তোমাকে একেবারে পাইয়া বসিল। ফ্রান্সে আসিতে হইলে ভাল ফরাসী জানা দরকার; 'যদি ফরাসী ভাল না জান, ভুলেও কখনও ইংরেজী বলো না,—কোন রকমে কেঁউ মেঁউ করিয়া ফরাসীতেই বুঝাইয়া দিও,—ইংরেজী বলিলে পদে পদে ঠকিতে হইবে।

উভয়ের গেলাস শেষ হইল। অপ্সরী, তখন বীণানিন্দিত স্বরে জিজ্ঞাসিলেন,—শ্যাম্পেন আনিয়া দিব কি? শ্যাম্পেন খাওয়াইবার জন্য ভয়ানক জিদ্ আরম্ভ করিলেন,—যেন কত

কালের আলাপ,—যেন তোমাকে অদ্য আহা-রের জন্য নিমন্ত্রণ করাই হইয়াছে। তুমি হাঁ হুঁ না করিতে করিতে, একটু মুচ্‌কি হাসি হাসিয়া শ্যাম্পেন হাজির করিলেন,—আবার দুইটী গেলাস।

—:০:—

ফরাসির ধর্ম্ম।

আজ ২৫। ৩০ বৎসর হইতে ইউরোপ খণ্ডে খ্রীষ্টান ধর্ম্মের সহিত প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের তুমুল সংগ্রাম চলিতেছে। বিজ্ঞানের সৈন্য সামন্ত ক্রমশ বাড়িতেছে, খ্রীষ্টানির দল বল কমিতেছে। ইউরোপের অলঙ্কার, শ্রদ্ধাস্পদ, পূজনীয়, অনেক দেবতুল্য মহাপুরুষ খ্রীষ্টান ধর্ম্মের, বিশেষতঃ গোঁড়ামির বিপক্ষে। পৃথিবী এক দিনে সৃষ্ট হইতে পারে না, হয় নাই; মনুষ্যাবির্ভাবের পূর্ব্বে কত যুগ কাটিয়া গিয়াছে, অসংখ্য জীব জন্মিয়াছে, মরিয়াছে, অনেকের বংশ একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছে; এ সৃষ্টি মানুষের জন্য নয়, মানুষ ইহার এক ক্ষুদ্রাংশ মাত্র; তাহার উৎপ-

ত্তির পূর্ব্বে যত যুগ অতীত হইয়াছে সে হিসাবে মানুষ ক দিনের? আমরা পৃথিবীর আদিমাবস্থা হইতে আধিপত্য করি নাই; আমাদের অস্তিত্ব 'নিকৃষ্ট' জন্তুর এমন কি উদ্ভিদ্ প্রাণীরও পূর্ব্বাস্তিত্বের সহিত নিগূঢ় সম্বন্ধে সম্বদ্ধ; আমরা জীববৃক্ষের একটী অভিনব শাখামাত্র—এই রকমের বৈজ্ঞানিক সত্য সকল দিন দিন যত দৃঢ়ীভূত হইতেছে, খ্রীষ্টানধর্ম্মের বল ততই কমিতেছে, অখ্রীষ্টানদের সংখ্যা ততই বাড়িতেছে।

ইহাঁদের মধ্যে কেহ কেহ আস্তিক, কেহ কেহ নাস্তিক, কেহ কেহ কি যে তাহা ঠিক করিয়া বলেন না, অথচ খ্রীষ্টানির সহিত কার্য্যে বা বাক্যে সহানুভূতি দেখান না। ইংলণ্ডের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকে এই শেষ দলভুক্ত; কারণ ইংরাজেরা স্বভাবতঃ চাপা, মনের ভাব হঠাৎ প্রকাশ করিতে কিছু নারাজ। ফ্রান্সে বিধর্ম্মীরা বেশ দলে পুরু। ফরাসিদের মন খোলা; ধর্ম্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে মতামত ব্যক্ত করিতে কুণ্ঠিত হয় না, জিজ্ঞাসা না করিলেও কথোপকথনে হয়ত আপনিই বলিয়া ফেলিবে।

(ফরাসিরা মনের ভাব গোপন করিতে চেষ্টা করে না, অনেক সময় এত বাড়াবাড়ি করে, যে তাহাদের বাতিকের ছিট আছে বলিয়া বোধ হইতে পারে।) তারই জন্য যদিও ফরাসিরা সমুদয় ইউরোপকে সাম্যভাব শিক্ষা দিয়াছে, যদিও তাহাদের গবর্ণমেণ্ট প্রজাতন্ত্র, তবুও এই সাম্যভাব এবং স্বাধীনতার দেশে, খবরের কাগজের ইংলণ্ডের মত তত স্বাধীনতা দেওয়া হয় না।

১৮৮১ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসের আদমসুমারিতে, ফ্রান্সে যাঁহারা খ্রীষ্টান, য়িহুদী বা অন্য ধর্ম্মাবলম্বী নন তাঁহাদের সংখ্যা ৭৬ লক্ষ ৮৫ হাজার গণিত হয়। ফ্রান্সের সমুদয় লোকসংখ্যা ৩ কোটী ৭৬ লক্ষ ৭২ হাজার; অতএব ইহাঁরা সমুদয় লোক সংখ্যার পঞ্চমাংশের একাংশ। যদি ছেলেপিলে এবং অশিক্ষিত লোককে বাদ দেওয়া যায়, তাহা হইলে সুশিক্ষিত সমাজের অধিকাংশ লোকই এই দলভুক্ত হইবেন। (ফল কথা ফরাসিদিগের ধর্ম্মে আস্থা নাই। ইউরোপে কালে খ্রীষ্টান ধর্ম্মের কি পরিণাম হইবে তাহার চিহ্ন ফ্রান্সে বেশ লক্ষিত হয়।) খ্রীষ্টানেরা প্রথম প্রথম

গালি মন্দ দিয়া, ঠাট্টা বিদ্রুপ করিয়া, ভয় দেখাইয়া, বিপক্ষদলকে চুপ করাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; এক্ষণে তাঁহাদের ইচ্ছা ও চেষ্টা বিজ্ঞানের সহিত সন্ধি করা। চেষ্টা প্রশংসনীয় বটে, কিন্তু কতদূর ফলবতী হইবে, ইংলণ্ডের বিশেষতঃ ফ্রান্সের কাললক্ষণ দেখিলে সে বিষয়ে সন্দেহ হয়।

ইংলণ্ড ও স্কটলণ্ড হইতে এখানে গোঁড়ামি কম। ইংরাজেরা রবিবারে খেলাধূলা করিবে না, যাদুঘর প্রভৃতি স্থানে—যেখানে দুই চারি ঘণ্টা লোকে আমোদ আহ্লাদের সহিত জ্ঞানোপার্জ্জন করিতে পারে, তাও সব বন্ধ রাখিবে—থিয়েটার, অপেরার ত কথাই নাই। স্কট্‌লণ্ডে আরও বাড়াবাড়ি। এডিনবরায় দিনকতক আমাদের তাস খেলিবার বড় ঝাঁই হইয়াছিল; রোজ গ্রাবু খেলিতেই হইবে। আমার একটী বন্ধু পকেটে তাসযোড়াটী না লইয়া বাহিরে যাইতেন না, পাছে যার বাড়ী যাওয়া যায় সেখানে তাস না থাকে, আনাইতে দেরী হয়। রবিবারে বড় গোল। সেদিন ঘরের দ্বারে চাবি

দিয়া, অতি গোপনে, চুপ করিয়া, খেলিতে হইত—যেন কি কুকাজই করিতেছি; তাস টেবিলের উপর আস্তে আস্তে ফেলিতে হইত, পাছে শব্দ হয়, land lady (বাড়ির গিন্নি) টের পান। তিনি জানিতে পারিলে সম্ভবত মূর্চ্ছা যাইতেন, বাসাড়েকে পরদিনই তাড়াইয়া দিতেন; অন্যান্য গিন্নীরা শুনিলে হয়ত ইহাঁর ঘরভাড়া পাওয়া দুঃসাধ্য হইত, ইনি যেন মার্কা-মারা জেলের ফেরত হইয়া যাইতেন।)

(ফ্রান্সে রবিবারে আমোদ প্রমোদের জাঁক অন্যান্য দিনের চেয়ে বেশী বই কম নয়। চারিদিকে গানবাদ্য তামাসা চলে।) যাহারা অন্যান্য দিন কাজে ব্যস্ত, রবিবারে তাহারা যাদুঘর ইত্যাদি স্থানে গিয়া সুখে সময় কাটায় এবং শিক্ষা লাভ করে। (ইংলণ্ডে অন্যান্য স্থান বন্ধ বলিয়া রবিবারে গিরজার উপর বড় দম্। অনেক যুবকের মুখ্য উদ্দেশ্য প্রণয়িনীর সহিত সাক্ষাৎ করা, কিম্বা সুন্দরীদের দেখন; অনেক যুবতীর মনোগত ইচ্ছা বাঞ্ছিত যুবকের চোখে পড়া, কি, ভাল যুবক বাছিয়া লওয়া।

উপাসনার সময় তাঁহাদের যেরূপ এদিক ওদিক চোখ চলে, তাহাতে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। আবার, অনেকে গিরজায় যাইতে হয় বলিয়া যান, না যাইলে সারাদিন ঘরে বসিয়া বিরক্তি লাগে, তাই যান। ইংলণ্ডে রবিবারে যাদুঘর খোলা হয় না, পাছে গিরজা খালি হয়। ইহাতেই বুঝিবে কত লোকের বাস্তবিক ধর্ম্মের উপর আস্থা আছে, কত লোক ইচ্ছাপূর্ব্বক ধর্ম্মের টানে গিরজায় আসে। ফ্রান্সে এরূপ জোর করিয়া গিরজা পূরাইবার চেষ্টা করা হয় না—ইচ্ছা হয় যাও, না ইচ্ছা হয় যাহা খুসী কর, সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া আছে। ফরাসীরা সাম্য-ভাব লইয়া পাগল হইয়াছে, স্বাধীনতার জন্য ক্ষেপিয়াছে, গত একশত বৎসরের মধ্যে কত বিপ্লবে মাতিয়াছে, তিনবার প্রজাতন্ত্র গবর্ণমেণ্ট স্থাপন করিয়াছে, কিন্তু ধর্ম্ম লইয়া কখনও পাগল হয় নাই। ফরাসীদের জাতীয় জীবনে ধর্ম্মের প্রভাব আদৌ লক্ষিত হয় না।

———০ঃ()ঃ০———

কাফের যুড়ী।

খাবার আড্ডায়, থিয়েটারে, নাচঘরে, যেখানে যাও, ফরাসীযুবক যুবতীদিগকে প্রায়ই যুড়ী যুড়ী দেখিতে পাইবে। অনেক কলেজের ছেলেকে প্রায় কখনই বেযোড় দেখ্‌তাম না। পুরুষেরা তাঁদের সঙ্গিনীদের সম্মানের সহিত বসান। যদি কোন বন্ধু বান্ধবের কাছে সেই রমণী অপরিচিত থাকেন, আদব কায়দার সহিত 'স্ত্রী' বলিয়া পরিচয় দেন—অর্থাৎ Monsieur A. তাঁর সঙ্গিনীকে Madame A. বলিয়া আলাপ করাইয়া দেন। কাফে, কি রেষ্টোরান্তে এলে চাকর বাকরেরা তাঁদের হুকুম খাটতে বিশেষ মনোযোগ দেয়।

এখানেও কি আমাদের দেশের মত বাল্য বিবাহ প্রচলিত? হঠাৎ দেখ্‌লে এরূপ সন্দেহ হইতে পারে। কিন্তু আর একটু ঘরের খবর নেওয়া যাক্।

এক দিন আমি রেষ্টোরান্তে খাইতেছি; আমার পাশে একটী যুড়ী;—পুরুষটি ফরাসী,—

যে ব্যক্তি খাবার দাবার যোগাইতেছে, তার সঙ্গে বিশুদ্ধ ফরাসীতে কথাবার্ত্তা কহিতেছে; কিন্তু স্ত্রীলোকটীর চেহারা ফরাসী ঢংএর নয়। দেখ্‌লাম, তিনি 'রোষ্টবিফ' (গরুপোড়া) বড় ভাল বাসেন। আমরা যেখানে যাই, সেখানকার আচার ব্যবহার অবলম্বন করি। বাঙ্গালী ইংলণ্ডে গেল, হ্যাট্ কোট্ পরিল, গরুপোড়ায় বিশেষ রুচি জন্মিল—গরুপোড়ার চেয়ে আর খাদ্য নাই। বাঙ্গালী ফ্রান্সে আসিল, পোষাক বদলাইতে হলো না বটে, কিন্তু আহারের সময়, খাওয়া দাওয়ার জিনিস একেবারে বদলিয়া গেল; রোষ্টবিফের দিকে ঘেঁসিল না। ইংরাজেরা সেরূপ নয়;—তারা যেখানেই যাক্ আপনাদের আদব-কায়দা, খাওয়া দাওয়া, বজায় রাখে, রোষ্টবিফের প্রতি দম্ সমান থাকে। তারা বিদেশীয় ভাষা বলে না, কি বলিতে পারে না। আমরা ইংলণ্ডে ইংরেজ, ফ্রান্সে ফরাসী—ইংলণ্ডে 'বিয়ার' পার করি, ফ্রান্সে ক্ল্যারেট ঠুকি। ইংরেজেরা সব যায়গাতেই ইংরেজ; তারই জন্য ইউরোপে তাদের চিনিয়া লওয়া সোজা।

সে যাহোক, আমার পার্শ্ববর্ত্তিনীর প্রথম নম্বরে চেহারা, দ্বিতীয় নম্বরে রোষ্টবিফপ্রিয়তা দেখিয়া—মনে সন্দেহ হইল। কিছুক্ষণ পরেই তিনি ইংরাজীতে কথা বলিলেন—সব সন্দেহ দূর হইল। আমি ভাবিলাম পুরুষটী যদি ইংরাজ হয়, তা হ'লে এমন ভাল ফরাসী বল্‌তে কেমন করিয়া শিখিল। জানিতে ইচ্ছা হলো; আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—তিনি ইংলণ্ড হইতে এসেছেন কি? তিনি উত্তর দিলেন,—তিনি নিজে ফরাসী, কিন্তু তাঁহার স্ত্রী ইংরেজ। তাঁহার নাম ধাম লিখিত 'কার্ড' দিলেন—তাঁর নাম Monsieur C; তিনি এখানকার আদলতের একজন উকীল। তাঁহাদের উভয়ের সহিত আলাপ পরিচয় হইল। দেখিলাম তিনি ইংরেজী বোঝেন—ভাল রকম নয়,—বল্‌তে ত. পারেনই না; তাঁর স্ত্রী ফরাসী একটু আধটু বোঝেন, কিন্তু ভাল বলিতে পারেন না। তাঁদের সঙ্গে বেশ আলাপ পরিচয় হলো; তাঁদের কাফেতে লইয়া গিয়া কফি ইত্যাদি পান করাইলেন। Madame C র ইংরেজীতে কথা বলিবার সুবিধা প্রায়ই ঘটে না; পারিসে যে

সকল ইংরেজ আসেন, তাঁহাদের গুটীকত নিরূপিত হোটেল আছে,—সেখানকার চাকর বাকরেরা ইংরেজী বোঝে—সেটা ইংরেজটোলা। আমি যে পল্লীর কথা বলিতেছি, সে দিকে ইংরেজ বড় একটা দেখা যায় না। মাদাম অনেকক্ষণ ধরিয়া কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন; তিনি পারিসে ৮। ৯ বৎসর আছেন; যদিও ফরাসী ভাল জানেন না, ফরাসীদের চাল চলন, ধরণ ধারণ বেশ জানেন। কাফের অন্যান্য লোকেরা আমাদের কথা কেউ বোঝে না; Monsieur C একটু আধটু বুঝিতে পারিতেন; কিন্তু তিনি বিলিয়ার্ড খেলিতে ব্যস্ত। আরও ভাল। Madame C, কাফের সকলকেই বেশ চেনেন; সব যুড়ীদের খবর, নাড়ী নক্ষত্র বেশ জানেন। ইহাঁদের বিবাহে পুরোহিতের প্রয়োজন নাই। গিরজায় যাইতে বা নাম লেখাইতে হয় না। বন্দোবস্ত পাকাপাকি নয়। দম্পতীর মধ্যে যখন যাঁহার ইচ্ছা হাত বদলাইতে পারেন। কিন্তু বিশেষ কারণ ব্যতীত যদি কেউ হাত বদ্লান্, তাঁহাকে অপমান ও সমাজের ধিক্কার সহ্য

করিতে হইবে। যতদিন যুড়ীদের বিবাহ বজায় থাকে, ততদিন তাহারা ঠিক পাকাপাকি রকমের বিবাহিত স্ত্রীপুরুষের মত। পাকাবিয়ের বাহ্যিক 'ভালবাসা', তাঁহাদের মধ্যে ষোল আনাই আছে বলিতে হয়। স্ত্রী, স্বামীর জন্য ঘর সাজান্, হিসাব রাখেন, ছেঁড়া কাপড় সারেন, স্বামী কলেজ বা কাছারি হইতে আসিবার সময় উৎ-ফুল্ল লোচনে আগমন প্রতীক্ষা করেন, এলে পর স্নেহালিঙ্গনের জন্য অত্যন্ত ব্যগ্রতা দেখান।— স্বামী স্ত্রীর হাত ধরিয়া রাস্তা দিয়া চলিয়া যান, সাদরে কাফে ও রেষ্টোরাস্তে খাওয়ান, ভাল ভাল পোষাক দেন—গয়নার জন্য ইহাঁরা পাগল নন। মাদাম কাঁচা বিয়ের খুব প্রশংসা করি-লেন। পাকা (অর্থাৎ পাকাপাকি বিয়ের) যুড়ীর স্বামী স্ত্রী উভয়েই মনে করেন, যে একে-বারে নিতান্ত ঢলাঢলি না করিলে উভয়ের কেউ কাহাকে ছাড়িতে পারিবেন না; আজীবন সহ-বাস করিতেই হইবে—ইচ্ছা থাক্ বা না থাক্। কাঁচা বিয়ের দম্পতীর একজন অপরের খুত পাইলেই ছাড়িতে পারেন; সেই ভয়ে স্ত্রী

স্বামীর গোলাম, স্বামী স্ত্রীর গোলাম। পাকা বিয়েতে আইন যাহা জোর করিয়া করায়, কাঁচা বিয়েতে সামাজিক নিয়ম, মান মর্য্যাদার ভয়, ঠিক তাই বিনা জোরে করাইতেছে। মাদাম এই প্রকার অনেক কথা বলিলেন।

—:O:—

সাম্যভাব।

"ও হরে, তামাক দে রে।" বড় বাবু বৈঠকখানায় তাকিয়া ঠেশ দিয়া এইরূপ মিষ্ট ভাষায় তাঁহার চাকর হরিচরণকে সম্বোধন করেন। হরিচরণের সাড়া নাই, হয় ত রাঁধুনী বামনের সহিত গল্প করিতেছে, হয় ত দুই চারিটী আম কোন রকমে হস্তগত হইয়াছে, তাহাদিগকে উদরসাৎ করিতে ব্যস্ত, পাছে কেউ দেখ্‌তে পায়। বড় বাবু আবার সজোরে 'হেরে ব্যাটা—' ইত্যাদি বলিলে হরিচরণ বুঝিল বাবুর বাস্তবিকই তামাকের দরকার, এবং হুঁকা হইতে কল্কে লইয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত-সমস্ত উপস্থিত হইল; বাবুর

মুখ হইতে হরিচরণের বংশাবলী সম্বন্ধে আরও গুটিকত বাছা বাছা মিষ্ট কথা নির্গত হইল। হরিচরণ কি তাতে দুঃখিত? মোটে না; বরঞ্চ উল্টা। আমাদের একজন সহধ্যায়ীকে আমরা "প্রেত" বলিয়া ডাকিতাম; ৬। ৭ বছর পরে তার সহিত দেখা হইল; অন্যান্য বন্ধু বান্ধব (যাহাদিগকে 'আপনি' সম্বোধন করা বিধেয়) তার সঙ্গে থাকায়, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "আপনারা কেমন আছেন?" অমনি "প্রেতের" মুখ শুকাইল, কথা নাই—ব্যাপারটা কি তখন বুঝিতে পারিলাম না। কিছুক্ষণ পরে আর সকলে চলিয়া গেলে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি রে প্রেত! চুপ করে আছিস কেন?" অমনি "প্রেত" আহ্লাদে আটখানা, বলিল "তাই ত বলি, আমি ভেবেছিলাম তুমি আমাকে চিন্‌তে পার নি।" বড় বাবু যদি হরিচরণকে বলিতেন "হরি। এক ছিলুম তামাক সাজিয়া দিতে পার কি?" কিম্বা হরি কল্কে আনিলে বাবু যদি তাহাকে ধন্যবাদ দিতেন, তা হলে হরিচরণ কি ভাবিত? সভার ভিতর যৎপরোনাস্তি অপদস্থ

হইত এবং হয় ত আপনাকে অপমানিত বোধ করিত। আবার যদি বাবু তার চাক্‌রাণীকে বলতেন, "ঝি, অনুগ্রহ করে পান আন," তাহলে কি সভাস্থ সকলে চোখ্ ঠারিয়া, একটু ঘাড় বাঁকাইয়া, মুখ টিপিয়া ঈষৎ হাসিয়া, আপনাদের মধ্যে ইশারা করিতেন না? এবং চাক্‌রাণীও কি লজ্জিত হইত না? কিন্তু ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে বাস্তবিকই এইরূপ করিয়া চাকর চাক্‌রাণীকে কাজ করিতে বলিতে হয়। লাথির গুতো, চড় চাপ্‌ড়ের কথা দূরে থাক, তাহাদিগকে কটূক্তি পর্য্যন্ত করিতে পারিবে না। পছন্দ না হয় এক সপ্তাহের নোটিস দেও, তার মধ্যে তারা অন্য চাকুরি খুঁজিয়া লইবে। তোমার চাকর, তোমার কাজ করিতে বাধ্য, তবুও তাহাকে ধন্যবাদ দিতে হইবে, না দিলে তিনি ক্ষুণ্ণ হইতে পারেন। স্বদেশ শাসনে তাহারও হাত আছে। Electionএর সময় সেও Vote দিতে পারে; উপযুক্ত হইলে, ভাল করিয়া লেখা পড়া শিখিলে, এমন কি এক দিন প্রতিনিধি সভায় বসিতে পারে, কৃষ্ণ বিষ্ণুর মধ্যে গণ্য হইতে পারে।

(পারিসে প্রায় সকলকেই 'মস্যু' (Monsieur), বলিয়া সম্বোধন করিতে হইবে। 'মস্যুর' ধাত্বর্থ 'আমার প্রভু;' এবং প্রথম প্রথম রাজবংশোদ্ভব মহাপুরুষদের এই পদবী একচেটে ছিল। কিন্তু এক্ষণে সিংহাসনারূঢ় রাজাও 'মস্যু,' আবার রাস্তার প্রহরীও 'মস্যু'। এদেশে এখন উচ্চ বংশের বিশেষ মান সম্ভ্রম নাই। সাম্যভাবের প্রাদুর্ভাব, ইংলণ্ড অপেক্ষা বেশী। সব সরকারী বাড়ীতে বড় বড় অক্ষরে

"Liberte, Egalite, Fraternite"

(স্বাধীনতা, সাম্যভাব, ভ্রাতৃভাব)

এই তিনটী কথা জ্বলজ্বল করিতেছে।) যেখানে সম্রাটের নাম ছিল, সেখানে এখন 'Republique Francaisc।' রাজার যেখানে যা কিছু ছিল সব বিলোপ করা হইতেছে। ইংলণ্ডের মত এখানকারও গবর্ণমেণ্ট দুই ভাগে বিভক্ত; কিন্তু সেখানকার মত এখানে 'House of Lords' নাই, বংশসত্ত্বে বা উচ্চপদ সত্ত্বে এখানকার পার্লেমেণ্টে কেউ দখল পান না—সকলেই নির্ব্বাচিত। ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড ও আয়ারলণ্ডের লোকসংখ্যা প্রায় ৩

কোটী ৫০ লক্ষ ; তন্মধ্যে অনধিক ৩২ লক্ষ লোক মাত্র নির্ব্বাচক। ফ্রান্সে ৩ কোটী ৭৬ লক্ষ লোকের বসতি ; তন্মধ্যে অন্যূন ১ কোটী, ১ লক্ষ অর্থাৎ চতুর্থাংশের একাংশেরও অধিক লোক নির্ব্বাচক। নির্ব্বাচক হইবার জন্য কেবল ফ্রান্সের Citizen (বাসিন্দা) এবং ২০ বৎসরের অধিক বয়স হওয়া দরকার।

(ফরাসী পার্লেমেণ্টের দুই ভাগের এক ভাগের নাম "Chamber of Deputies," অপর ভাগের নাম 'Senate'; এই দুইটী একত্রে জাতীয় প্রতিনিধি সভা (National assêmbly)। Chamber of Deputies এর সভ্য হইবার নিমিত্ত কেবল ফ্রান্সের Citizen এবং ২৫ বৎসর বয়ঃক্রম হওয়া প্রয়োজন ; এবং ফরাসী ও অন্যূন ৪০ বৎসর বয়স হইলেই যে কেহ সেনেটের সভ্য হইতে পারে। প্রভু, ভৃত্য, ধনী, নির্ধন, শিক্ষক, ছাত্র সক্ষম হইলে সকলেই স্বদেশের শাসনকার্য্য করিতে পারেন। ইংলণ্ডে গরিব লোকের পক্ষে পার্লেমেণ্টের সভ্য হওয়া অসম্ভব—বিনা পয়সায় কাজ করিতে হয় ; ফরাসী পার্লেমেণ্টের সভ্যরা মাসে চারি শত

টাকা ভাতা পান, তাহাতে পারিসে থাকার খরচ পত্র নির্ব্বাহ হইতে পারে।

আইনের চোখে ফ্রান্সে সব ধর্ম্মই সমান। যে কোন ধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যা এক লক্ষের অধিক, তাহারা পুরোহিত ইত্যাদি রাখিবার জন্য, গবর্ণমেণ্ট হইতে বৃত্তি পাইতে পারে। রোমান ক্যাথলিকের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, এবং য়িহুদির সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা কম; কিন্তু সকলেই সংখ্যানুযায়ী বৃত্তি পান। ইংরেজেরা কবে এরূপ উদারতা শিখিবেন?

-(::)—

যাদুঘর, বিজ্ঞান-চর্চ্চা।

পারিসে অনেকগুলি যাদুঘর আছে। এখানে যাঁহারা আসেন, সকলেই সে সব দেখিতে যান, চক্ষু সার্থক করেন। তাহাদের বর্ণনা করিতে গেলে পুঁথি বড় অধিক বেড়ে যায়; পাঠকের পক্ষে সেরূপ বর্ণনা সম্ভবত নীরস হইবে, ভাল লাগিবে না, ফলদায়ক হইবে কি না সন্দেহ। তবে মোটামুটি দুচার কথা না বলিয়াও থাকিতে পারিলাম না।

লুভর নামক বিখ্যাত যাদুঘরে রাফেল, টিসিয়ান্ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ চিত্রকরগণ-কৃত ছবি, মিসর, আসিরিয়া, চীন, গ্রীস ইত্যাদি দেশ বিদেশের পুরাতন পদার্থ, নানা স্থানের বাছা বাছা প্রস্তর খোদিত মূর্ত্তি, আমাদের দেশের দেবদেবীর প্রতি-মূর্ত্তি, কতরকম জাহাজ নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহার আদর্শ ইত্যাদি নানাবিধ দ্রষ্টব্য জিনিস সংগৃহীত হইয়াছে। ইহাদের সংখ্যা এত অধিক যে ২।৩ দিন ধরিয়া না দেখিলে কেবল ছবিগুলিও ভাল করিয়া দেখা হয় না। লুক্সামবুর্গের রাজকীয়

প্রাসাদে আধুনিক চিত্রকর এবং খোদকদিগের ভাল ভাল কাজ সাজান রহিয়াছে; তাহারও সংখ্যা বড় কম নহে। আবার এখানকার নন্দন-কাননে,—(Champs Elyseel) "Palais de Industrie' নামক অত্যুৎকৃষ্ট অট্টালিকায় প্রতি বৎসর উত্তম উত্তম নূতন ছবি ও মূর্ত্তি প্রদর্শিত হয়। আবার গবলাঁ (Gobelins) বলিয়া একটী জায়গা আছে, সেখানে কার্পেটে উত্তম উত্তম চিত্র বোনা হয়, এবং এই রকমের অনেক প্রীতিকর পুরাণ ছবি সাজান রহিয়াছে। ভাল ভাল কার্পেটে বোনা ছবির দাম ২০ হাজার এবং ততোধিক টাকা। ইহাতে বুঝিবে এখানে ছবি ও মূর্ত্তির কত আদর; কত কারিকর এরূপ শিল্পকার্য্যে ব্যাপৃত; কত লোক ইহাতে বড়মানুষ হইতেছে—একখান ভাল ছবির দাম ২।৪ হাজার টাকা হওয়া কিছু বড় কথা নয়। যাঁহারা কেবল ছবি-বিদ্যা অধ্যয়ন করিতে চান, কেবল ছবি লইয়া পাগল (ইউরোপে ইহাঁদের সংখ্যা বড় কম নয়) পারিসে তাঁহারা শিখিবার, অনুকরণ করিবার, প্রশংসা করিবার বা কিনিবার কত জিনিস পান! লুভর

ছাড়া, Musie de Cluny, Musie Carnavalet প্রভৃতি আরও কয়েকটী যাদুঘরে, পুরাতত্ত্ব চিত্র ইত্যাদি দ্রষ্টব্য অনেক আছে।

প্যারিসের জাতীয় পুস্তকাগারে ত্রিশ লক্ষ ছাপান বই, এবং এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার হাতের লেখা পুঁথি আছে। বই রাখিবার আলমারির সংখ্যা এত অধিক যে, সে গুলিকে এক সারি করিয়া রাখিলে ১৫ ক্রোশ লম্বা হয়। এ স্থানটী লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়মের মত। যাহার ইচ্ছা আসিয়া পড়িতে পারে; প্রায়, যে কোন বই চাও পাওয়া যায়, যত বই চাও অবিলম্বে তোমার নিকট হাজির। একটী পয়সাও দিতে হয় না; সাধারণের, বিশেষত গরিব লোকের পক্ষে বড় সুবিধা। আমাদের দেশে কখনও কি এরূপ পুস্তকাগার হইবে?

শিল্প-বিদ্যা বিষয়ক কতকগুলি যাদুঘরের নাম পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে। বৈজ্ঞানিক যাদুঘরও এখানে অনেক। তন্মধ্যে উদ্ভিদ বিদ্যা সম্বন্ধীয় বাগানে স্থিত Musie d' Histoire Naturelle (Museum of Natural History) সর্ব্বাপেক্ষা

প্রধান। ইহার এক ভাগে অন্যূন ২ লক্ষ মরা পাখী, সরীসৃপ, মাছ, স্তন্যপায়ী প্রভৃতি জন্তু রক্ষিত হইয়াছে। আর এক ভাগে আধুনিক এবং ফসিল (fossil) নানাবিধ জীবের কঙ্কাল (হাড় গোড় ইত্যাদি) ; তৃতীয় বিভাগে পৃথিবীতে যত জাতীয় মানুষ আছে তাহাদের ছাঁচ, ছবি, ফটো-গ্রাফ, মূর্ত্তি ও কঙ্কাল, ভলটেয়ার রুসো প্রভৃতি বড় বড় লোকের মাথার ছাঁচ (তাঁহাদের মাথা কত বড় এবং কিরূপ আকারের ছিল তাহা দেখাইবার জন্য) ইত্যাদি মনুষ্য-বিদ্যা বিষয়ক সংগ্রহ। অপর এক ভাগে বহুবিধ খনিজ পদার্থ, প্রস্তর ইত্যাদি। পঞ্চম ভাগ উদ্ভিদ্-বিদ্যা বিষয়ক; এখানে অনেক রকমের ফল, মূল, পাতা, ফুল, গুঁড়ি, গাছের ছাল দেখা গেল।

বাগানটী অতি সুন্দররূপে সাজান। রাস্তা-গুলি অতি পরিপাটী, বেড়াইবার একটী মনোরম স্থান। ছাত্রদিগের সুবিধার জন্য গুটিকত বাছা বাছা গাছপালা Natural Order অনুসারে রোপিত হইয়াছে। যে কোন গাছ দেখ, তাহার টিকি-টের রং দ্বারা সে গাছ ঔষধে, কি শিল্পকার্য্যে

ব্যবহৃত হয়, কিম্বা তাহা বিষাক্ত কি না, বুঝিতে পারা যায়।

সরকারি চিড়িয়াখানাও (Zoological Gardens) এই বাগানের ভিতর। এইরূপ একস্থানে নানা দেশের ও নানা যুগের জীয়ন্ত বা মরা প্রাণী (উদ্ভিদ্ এবং জন্তু) একত্রিত থাকাতে জীবতত্ত্বানুসন্ধায়ী ছাত্রদিগের পক্ষে বড় সুবিধা হয়। শুধু তা নয়—আরও অনেক সুবিধা। এখানে প্যারিসের ক্যাতরফাস্, গড্রি প্রভৃতি বড় বড় বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা মনুষ্য-বিদ্যা, প্রাণী-বিদ্যা, রসায়ন, ভূ-বিদ্যা ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়া থাকেন। তাঁহাদের বক্তৃতা শুনিতে পয়সা দিতে হয় না; গবর্ণমেণ্ট হইতে তাঁহারা বৃত্তি পান। যেখানে সচরাচর তাঁহাদের বক্তৃতা হয়, হাজার বার শ লোক সেখানে অক্লেশে বসিতে পারে, শিক্ষা দিবার সময় তাঁহারা যাদুঘর হইতে হাড়গোড়, পাথর ইত্যাদি আনিয়া উহাদের গূঢ়তত্ত্ব বুঝাইয়া দেন। আমাদের কলিকাতার যাদুঘরে এরূপ বক্তৃতার বন্দোবস্ত কি হইতে পারে না? যতদিন না হয়, ততদিন লোকে কেবল ২।৪ ঘণ্টা

হাড়গোড়, কি পাখী পকালী দেখিয়া কেবল ক্ষণিক আমোদ পাইবে মাত্র, কোন শিক্ষা লাভ করিবে না; কোন স্থায়ী ফল ফলিবে না। পারিসের যাদুঘরে ছাত্রদিগের জন্য জন্তু কাটাকুটি ও পরীক্ষা করিবার স্থান (Laboratory), এবং একটী উৎকৃষ্ট পুস্তকাগার আছে। এখানে যাহার খুসী, গিয়া পড়িতে পারে।

বলা বাহুল্য যে, শিল্প ও বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় যাদুঘর ও চিড়িয়াখানায় প্রবেশের কোন দাম নাই। গবর্ণমেণ্ট হইতে সব খরচ। এ ছাড়া শিল্পবিদ্যা এবং বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য গবর্ণমেণ্ট বৃত্তি বা পুরস্কার দিয়া থাকেন। পূর্ব্বে পারিস পাশ্চাত্য বিজ্ঞান চর্চ্চার প্রধান স্থান ছিল। কুবিয়ের, লামার্ক, প্রভৃতি মহাপুরুষেরা পারিসবাসী ছিলেন। ইহাঁদিগকে প্রাণীবিদ্যার সৃষ্টিকর্ত্তা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। এখনও এখানে বিজ্ঞানের যথেষ্ট সম্মান, বিশেষ আদর; কিন্তু এখন আর বিজ্ঞান 'পারিসের একচেটে' নাই।

ফ্যাসন্ সম্বন্ধে, রুচি সম্বন্ধে, পারিস আজিও ইউরোপের রাজ্ঞী; পারিসের পোষাক সমুদায়

ইউরোপের আদর্শ; ফরাসির রান্না জগদ্বিখ্যাত, অতুলনীয়। কিন্তু বিজ্ঞান সম্বন্ধে জর্ম্মানেরা ফ্রান্সকে পশ্চাৎ ফেলিয়া যাইতেছে। খাওয়া দাওয়া রুচি সম্বন্ধে জর্ম্মনেরা ইংরেজদের চেয়েও বর্ব্বর। কিন্তু বিজ্ঞানের উৎকট সাধনে আজ কাল তাহারা ইউরোপের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতি।

—(::০::)—

জাতীয়-স্বভাব।

ফরাসীরা খুব আলাপী বলিয়া প্রসিদ্ধ। রেলের গাড়ীতে, এক ঘরে, ইংরেজের সঙ্গে এক দিন ২৪ ঘণ্টা সুমুখোসুমুখি বসিয়া থাক, সম্ভবত একটীও কথা হইবে না। ফরাসীরা রেলের গাড়ীতে, হোটেলে, খাবার আড্ডায় খুব আপ্যায়িত করে। খোঁজ খবর নিতে, গল্প করিতে, অনেকটা আমাদের মত। "আপনি কোন্ দেশীয়" 'এ প্রশ্নের উত্তর আমাকে অনেকবার দিতে হইয়াছে। ইংলণ্ডের পাড়াগাঁয়, লণ্ডনের রাস্তায়, আমাদের দেখিয়া ছোট লোকদিগকে

"ব্লাকি" (কেলে) বলিতে অনেকবার শোনা গিয়াছে; কখনও কখনও 'ব্লাকি' বলিতে বলিতে ছেলেরা পাছে পাছে দৌড়িয়াছে। কিন্তু ফ্রান্সে এরূপ সমাদর কখনও পাই নাই!) এখানে ইতালীয়, পার্টুগীজ প্রভৃতি অনেক অপেক্ষাকৃত কৃষ্ণবর্ণ বিদেশীয়ের সমাগম হইয়া থাকে। ফরাসীরা প্রথমত আমাদিগকে তাহাদের দলে ফেলে। এক দিন আমি পাড়াগাঁয় বেড়াইতে গিয়া রাস্তা হারাইয়াছি; সেখানকার একটী লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাহাকে পথ জিজ্ঞাসা করিলাম; সে পথ দেখাইয়া আমার সঙ্গে চলিল; কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। আমি কোন্ দেশীয় তাহা জানিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল; আমি বলিলাম "তুমি ঠিক কর।" সে ইতালি, পোর্টুগাল, ব্রেজিল প্রভৃতি দেশের ক্রমান্বয়ে নাম করিলে, আমি যখন কোনটীই ঠিক হয়নি বলিয়া ভারতবর্ষের নাম করিলাম, তখন সে অবাক্ হইল; ভারতবর্ষ যে কোথায় ভাবিতে লাগিল। 'ভারতবর্ষ কোথায় ঠিক করিতে না পারিয়া, আমার উপর তার যত্ন যেন বাড়িল; আমার সহিত নিজে

অনেক দূর আসিয়া, পরে আমি যে সহরে যাইব, সেখানে পৌঁছিয়া দিবার জন্য একজন লোক সঙ্গে দিল।

খাবার আড্ডায়, কফির দোকানে, রেলওয়ে ষ্টেশনে সব যায়গায় হট্টগোল। ফরাসীরা ইংরেজেদের মত আস্তে আস্তে কথা বলিতে পারে না; চেঁচাইয়া, হাত নাড়িয়া সম্ভাষণ করে, আলাপ পরিচয় করে, গল্প করে। ইংরেজের মত কথা বাঁচাইবার চেষ্টা তত দেখা যায় না। পরিচিত ইংরেজের সহিত দেখা হইলে তিনি হাত নাড়ানাড়ি করিয়া "হাউ ডু ইউ ডু" (তুমি কেমন আছ) জিজ্ঞাসা করিবেন। "হাউ ডু ইউ ডু" জিজ্ঞাসা করিতে ৪।৫ সেকেণ্ড সময় লাগে। কিন্তু তাহা উচ্চারিত হয় 'হা-ডু-ডু' কিম্বা 'হা-ডু' তাহাতে এক সেকেণ্ড বই সময় লাগে না। ফরাসীরাও "তুমি কেমন আছ," জিজ্ঞাসা করে; কিন্তু তাহা ফরাসী ভাষায় বলিতে অন্ততঃ ৫।৬ সেকেণ্ড সময় লাগিবে।

ইংলণ্ডে নিমন্ত্রণে লজ্জা করিয়া খাইলে বড় ঠকিতে হয়, আধ্‌পেটা বাড়ী ফিরিতে হয়। কিন্তু

ফরাসীরা দেখিলাম অনেকটা জিদ্ করিয়া খাওয়ান; এক জনের অতিথি হইলাম, তিনি ২। ৪ দিন রাখিবার জন্য বিশেষ যত্ন দেখাইলেন; "আরে মশাই, আর এক দিন থাকিয়া যান," এইরূপ প্রকারে জিদ্ করিতে লাগিলেন। ইংরেজেরাও বেশ অতিথি সেবা করেন, কিন্তু বোধ হয় ফরাসীদের মত অত মনোগত ইচ্ছার সহিত নয়। তবে এ বিষয়ে মত দেওয়া শক্ত।

ফরাসি সম্রাট, ইংরেজদিগকে তুচ্ছ করিয়া "দোকানদারের জাতি" বলিয়াছিলেন। ইহাতে ফরাসিদিগের দোকানদারির উপর ঘৃণা না হোক, ভালবাসা যে খুব কম, তাহা বেশ বুঝা যায়। তাহাদের ধনলিপ্সা তত বলবতী নয়। টাকার জোর, টাকার অহঙ্কার, সব দেশেই কিছু না কিছু দেখা যায়—ইংলণ্ডে বেশী, এখানে কম। ইংলণ্ডে যেমন একদিকে ক্রোরপতি কুবের, তেমন অন্যদিকে ক্ষুধাপীড়িত দরিদ্র; যেমন একদিকে টাকার ছড়াছড়ি, তেমনি অন্যদিকে টাকার টানাটানি। এদেশে লোকবৃদ্ধির হার কম বলিয়াই হউক, আর যে জন্যই হউক, এরূপ

বৈষম্যভাব দৃষ্ট হয় না, সকলেরই "মোটাভাত মোটা কাপড়ের" সংস্থান আছে। ধনী আছে, নির্ধন আছে,—সব দেশে থাকিবে; কিন্তু তাদের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ নাই।

যে দেশে বংশমর্য্যাদা এত কম, সে দেশে বংশোচ্চতা হেতু অহঙ্কারও কম হইবে। সাম্যভাবের প্রভাবে সামাজিক উচ্চনীচতা সমতল হইয়াছে। কিন্তু ইংলণ্ডের মত এখানেও জাত্যহঙ্কার বেশ লক্ষিত হয়। ইংরেজেরা বলেন "পৃথিবীর মধ্যে আমরাই সভ্যতম জাতি—ফ্রান্স! পাপপূর্ণ, নাস্তিক, চঞ্চল; আজ ভাঙ্গিতেছে, কাল গড়িতেছে; আজ রাজতন্ত্র, কাল প্রজাতন্ত্র; আমাদের রাজ্যে সূর্য্য অস্ত যায় না, আমাদের ভাষা পৃথিবীর অর্দ্ধেক স্থানে চলে, ইত্যাদি।" ফরাসীরা বলেন "আমরাই সর্ব্বেসর্ব্বা; রাজনৈতিক উন্নতি বল, আর বৈজ্ঞানিক উন্নতিই বল, সকলেরই মূল আমাদের দেশে; আমাদের অপেক্ষা সভ্যতর জাতি কখনও হয় নাই, কখনও হইবেও না। ইংলণ্ড! সে ত দোকানদারের দেশ, সভ্যতার কি ধার ধারে? জগৎকে আমরা রুচি শিখা-

ইতেছি, সাম্যভাব শিখাইতেছি, স্বাধীনতা শিখাইতেছি; সভ্যজগতের যেখানে খুসী আমাদের ভাষা বলিও সকলে বুঝিবে, ইত্যাদি।” আবার ইউরোপ হইতে আসিয়ায় যাও, চীনেরা বলিবে “ইংরেজ! ফরাসি! বর্ব্বর! তারা ত সে দিনের। চীনই সভ্যতম দেশ; চীনের স্বর্গীয় রাজ্য যখন আরম্ভ হয়, তখন ইংরেজেরা কোথায় ছিল? কাপড় পরিত কি? রাঁধিয়া খাইত কি? ইত্যাদি।” ইঁহারা সকলেই যা বলেন তার মধ্যে কিছু না কিছু সত্য থাকিতে পারে—আছে, সন্দেহ নাই। এরূপ জাতীয় অহঙ্কারে, জাতীয় জীবনের উন্নতিসাধনও হইতে পারে। তবে যেখানে সেখানে, খবরেরকাগজে বক্তৃতায়, নাটকে, কফির দোকানে, রেলের গাড়িতে, সবজায়গায় এরূপ গর্ব্ব ক্রমাগত পড়িয়া ও শুনিয়া ত্যক্ত হইতে হয়, কাণ ঝালাপালা হয়, বিশেষত যখন আমাদের কেবল চুপ করিয়া শুনিতে হয়—আমরা কিসের জাঁক করিব? পূর্ব্বপুরুষের দোহাই দিব? তাঁহারা যে সকল কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার দরুণ আমাদেরও ইউরোপে

শিক্ষিত সম্প্রদায়ে মান সম্ভ্রম আছে। কিন্তু কতকাল আর আমরা বাপের নামে বিকাইব।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে ফ্রান্সে সব সরকারি বাড়ীতে ("স্বাধীনতা," "সাম্যভাব," ভ্রাতৃভাব,") এই কয়টী কথা বড় বড় অক্ষরে লেখা। তোমরা স্বাধীন হইয়াছ, প্রজাতন্ত্র রাজ্যস্থাপন করিয়াছ, ভালই; সাম্যভাব ও ভ্রাতৃভাব সম্বন্ধে তোমরা ইউরোপকে শিক্ষা দিয়াছ, খুব প্রশংসার কথা। কিন্তু তাই বলেই যে ঢাক্ ঢোল্ বাজাইয়া আপনাদের গুণকীর্ত্তন করিতে হইবে, তার কোন অর্থ নাই, আমার চোখে ইহা ভাল লাগিল না।

(বিলাতীয় (ইউরোপীয়) জাতিদের জেঁকোমির দরুণ তাঁহারা স্ব স্ব জাতির দোষ সম্বন্ধে অন্ধ; দেখাইয়া দিলেও সম্ভবত বুঝিবে না, বুঝিলেও স্বীকার করিবে না। আপনাদের দোষ দেখিতে পায় না, কিন্তু পরের খুঁত ধরিতে বড় পটু; অপর জাতিকে অবাধে অক্লেশে গালি দেয়; কিন্তু ভিন্ন জাতির প্রতি কটূক্তিটা অনেক সময় ছুঁচের ফুটা দেখিয়া ঝাঁজরার ঠাট্টা বিদ্রূপের ন্যায় বোধ হয়।

ইংরাজ ফরাসি উভয়েই ভাল যোদ্ধা, সাহসী। রণক্ষেত্রেই যে কেবল সাহস, পরাক্রম, বীর্য্য, সহিষ্ণুতা প্রদর্শিত হয় তাহা নয়; রাজনৈতিক কার্য্যে, সামাজিক কার্য্যে, পরস্পর ব্যবহারেও ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। তোমাকে যদি কেহ বকেন বা গালি দেন, তুমি যদি তাহা চুপ করিয়া শোন কিম্বা তাহার প্রত্যুত্তর আস্তে আস্তে দেও, তাহা হইলে তোমার উপর তাঁহার বিশেষ ঘৃণা জন্মিবে; কিন্তু যদি রোষ করিয়া তাহার উচিত জবাব দেও, যদি চড় খাইয়া থাক, চাপড়টা লাগাও, তাহা হইলে তুমি তাঁহার শ্রদ্ধাস্পদ, ভক্তিভাজন হইবে। আমরা যাহাকে "ভাল মানুষি" বলি, বিলাতে তাহা ঘটে না। তোমার যদি কেহ হানি করিয়া থাকে, চুপ করিয়া থাকিলে ঠকিবে; লেখনী দ্বারা বা বাক্য দ্বারা যুদ্ধ কর, কালে প্রতীকার পাইবে। আমরা গালি সহি, চড়টা চাপড়টাও সহি, কারণ আমরা "ভাল মানুষ" অর্থাৎ ভীতু কিম্বা আলস্যে, গোলযোগের মধ্যে যাইতে চাহি না। ইংলণ্ডে যদি কোন সম্প্রদায় পার্লেমেণ্টের কাছ হইতে

কোন হানির প্রতীকার বা কোন নূতন আইন চান, তাহা হইলে অম্নি দেশের চারিদিকে টি টি পড়ে। তাঁহারা সমাজবদ্ধ হন, চাঁদা তোলেন, কাগজ বার করেন, যত দিন অভীষ্ট সিদ্ধ না হয় যুদ্ধ করিতে থাকেন। ইংলণ্ডে রবিবারে যাদুঘর খোলা হয় না; কতকগুলি লোকের ধারণা হইল যে, খোলা উচিত, খুলিলে উপকার হইবে। অম্নি তাঁহারা সভা করিলেন; হাজার হাজার টাকা সংগ্রহ করিলেন; জন-সাধারণের মতামত অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন; পার্লমেণ্টে গবর্ণমেণ্টকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করাইয়া ত্যক্ত বিরক্ত করিয়া তুলিলেন। ইহা অপেক্ষা কত গুরুতর হানির প্রতীকার বাঞ্ছনীয়!—এই যাদুঘর খোলা লইয়া বৎসরের পর বৎসর কত টাকা ব্যয় হইল, কত বড় বড় লোকের সময় গেল। এইরূপ করিয়া আদা জল খাইয়া, উঠিয়া পড়িয়া, লাগিয়া থাকিয়া অভীষ্ট সাধন করিতে হয়। ভারতবাসীরা এ শিক্ষাটী ভাল করিয়া শিখিলে তবে ভারতের মঙ্গল হইবে। যত দিন না শিখিবে, যত দিন

মধ্যে মধ্যে থাকিয়া থাকিয়া, ঢিমে তেতালা গোছে, কোন বিষয়ের আন্দোলন করিবে, তত-দিন বিশেষ ফল ফলিবে না। যখন আমরা, যাহা ধরিব, তাহা ছাড়িব না, ছেলে মানুষের মত মিষ্ট কথায় বা খেল্‌নায় ভুলিব না, জুজু দেখাইলে ভয় পাইব না, তখন ভারতবর্ষের জাতীয় উন্নতি আরম্ভ হইবে।

(ফরাসীরা কিছু উগ্রপ্রকৃতির লোক, একটু বাতিকগ্রস্ত বলিয়া বোধ হইতে পারে। হটাৎ মাতিয়া উঠে, ক্ষেপিয়া যায়, ক্ষেপিলে জ্ঞান থাকে না। ফরাসী-প্রুসিয় যুদ্ধে শত্রুরা পারি-সের যত ক্ষতি করে নাই, ফরাসীরা আপনি তাহা অপেক্ষা বেসী করিয়াছেন। একশত বৎসরের মধ্যে ফ্রান্সে প্রজাতন্ত্র গবর্ণমেণ্ট স্থাপিত হইল; এইবার যেন একটু স্থায়ী বলিয়া বোধ হইতেছে, তবে ফরাসীদের বড় বিশ্বাস নাই।)

—(::o::)—

পাতাল পারিস।

অনেকেই বোধ হয় শুনিয়াছেন, যে লণ্ডনে মাটির নীচে রেলের পথ; উপরে গাড়ি, ঘোড়া, লোক চলিতেছে, নীচে অসংখ্য-লোকপূর্ণ রেলের গাড়ি দ্রুতবেগে যাইতেছে। ছেলে বেলায় আমরা টেম্‌স নদীর নীচে রেল পথের কথা পড়িয়া অবাক্ হইতাম, মনে মনে কিছু সন্দেহও হইত। এখন ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে ব্যবহিত সমুদ্রের নীচে দিয়া রেলের পথ করিবার কথা হইতেছে; ইংরাজদের ভয়, ফরাসীরা কোন্ দিন ঐ পথ দিয়া আসিয়া ইংলণ্ড আক্রমণ করিবে, নতুবা এত দিন উহা আরম্ভ হইত। যাঁহারা 'টনেল' (পাহাড়ের ভিতর দিয়া রেলের রাস্তা) দেখিয়াছেন, তাঁহারা এ সব অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন। (পাতাল পারিসে, পাতাল লণ্ডনের মত লোক গমনাগমনের জন্য রেলের পথ নাই, তত ভিড় নাই। কিন্তু এখানকার ব্যাপার আরও অদ্ভুত; কারণ এরূপ আর কোথাও দেখা যায় না।

পাঠক! কলিকাতার রাস্তা দিয়া যাইতে যাইতে রাস্তার মাঝখানে, একজন লোক প্রবেশ করতে পারে এরূপ চওড়া চৌকোনা ফোকর, এবং তার চারি দিকে দু চার জন ধাঙ্গড় ও রাশীকৃত এক প্রকার কালো পদার্থ দেখিয়া থাকিবে; এ পদার্থটী যে কি, আর বোধ হয় বর্ণনার প্রয়োজন নাই; প্রয়োজন থাক্‌লেও আমি করিতে অক্ষম, কারণ আমি তাহা দূর হইতে দেখিয়াছি মাত্র, তার কাছে গিয়া পরীক্ষা করিতে পারি নাই। তার পাশ দিয়া, যাইতে হইলে পকেট হইতে রুমাল যেন আপনিই উঠিয়া সজোরে নাসিকা রন্ধ্রে ধৃত হয়, মুখ দিয়া কোন রকমে নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের কার্য্য নির্ব্বাহ হয়, এবং পায়ের গতি অন্তত চারি গুণ বাড়ে। পাঠক! তুমি ঐ ফুটার ভিতর দিয়া কোথায় যাওয়া যায় জান কি? সেখানে যাইতে কি তোমার কখনও সাধ যায়? পারিসের মত প্রশস্ত, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, পয়ঃপ্রণালী বোধ হয় পৃথিবীর আর কোন নগরে নাই। ধাঙ্গড়দের নরদামার ভিতর যাইতে হয়— পেটের দায়ে। কিন্তু তুমি আমি সখ্ করিয়া

যেমন পারিসের নাচঘর কি প্রমোদ-উদ্যানে গেলাম, তেমনি নরদামার ভিতর বেড়াইতে যাইব শুনিলে লোকের যে, বিশ্বাস হইবে না, তা আশ্চর্য্য কি ?

পারিসের প্রধান প্রধান নরদামাগুলি ১২ হাত প্রশস্ত, ১১ হাত উচ্চ ; যেগুলি নিতান্ত ছোট, তার ভিতর দিয়াও অক্লেশে অনেক লোকের সমাগম হইতে পারে। সমুদায় নরদামা একত্র করিলে বোধ হয় ৮০ ক্রোশের কম লম্বা হইবে না। বড় বড় নরদামা পরিষ্কার করিবার বন্দোবস্ত অতি পরিপাটী। তাদের ভিতর জল পূরিয়া খানকত নৌকা ছাড়িয়া দেওয়া হয়। প্রত্যেক নৌকা হইতে এক খানি Slide ঝুলিতে থাকে ; ইহার পরিসর, নরদামার মেজের সহিত সমান, ইহা নরদামার ময়লা সজোরে নদীর দিকে—ঐ দিক ঢাল—টানিয়া লইয়া যায়। ছোট ছোট নরদামাতে জলের তত স্রোত থাকে না ; তজ্জন্য সেখানে নৌকা চলিতে পারে না ; তাদের ভিতর রেলপথে গাড়ি চালাইয়া পরিষ্কার কার্য্য সমাধা করা হয়।

(নরদামা দেখাইবার জন্য সপ্তাহে এক দিন নিরূপিত আছে। নামিবার জন্য উত্তম সিঁড়ি; চলিতে কোন কষ্ট হয় না, পাকা রাস্তা; হাওয়া এবং আলোর নিমিত্ত মধ্যে মধ্যে ছাদে প্রকাণ্ড ঝাঁজরা। বন্দোবস্ত এত ভাল যে ভদ্রমহিলারাও এখানে আসিয়া থাকেন।) বড় নরদামাগুলি যেন সদর রাস্তা এবং ছোটগুলি গলী ঘুঁজি; এক রাস্তা হইতে অপর রাস্তা; রাস্তা হইতে গলি, এক গলি হইতে আর এক গলি; এইরূপ করিয়া সমুদয় পাতাল পারিসে ভ্রমণ করা যাইতে পারে। যুদ্ধ বিদ্রোহের সময় শুনিয়াছি এখানে পাহারাওয়ালারা পাহারা দেয়।

(পাতাল পারিসে 'Catacomb' নামক আর একটী বিশেষ দ্রষ্টব্য স্থান আছে। পূর্ব্বে ইহা পাথরের খনি (Quarry) ছিল, এক্ষণে একটী বিস্তীর্ণ গোরস্থান। ছাদ ধসিয়া না পড়ে তজ্জন্য বড় বড় থাম; বাতাস এবং আলোক প্রবেশের জন্য এখানেও মধ্যে মধ্যে ঝাঁজরা।) মাসের মধ্যে ২ দিন প্রবেশ করিতে পারা যায়। (১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দের প্রসিদ্ধ রাজ্যবিপ্লবের সময় এখানে

অনেক মৃতদেহ নিক্ষিপ্ত হয়। তাদের হাড়গোড় সংগ্রহ করিয়া চারি দিকে দেয়ালে সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। শ্মশানে গেলে ভয়ের উদ্রেক হয়; সংসারের অনিত্যতা, দেহের ক্ষণভঙ্গুরত্ব, ইত্যাদি নানারকমের চিন্তা আপনা হইতেই আসে, তবুও সেখানে মৃতদেহের চিহ্নমাত্রও হয় ত দেখা যায় না। কিন্তু পারিসের 'ক্যাটাকুম্ব' একে পাতালে, অন্ধকারময়; তাহাতে আবার যা কিছু আলো আছে তাহাতে চারি দিকে কেবল হাড়গোড় দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা এক অপূর্ব্ব শ্মশান!

——(::o::)——

ডুপুরে মাতন।

লণ্ডনে নাচ শিখিবার বিদ্যালয় আছে। অনেক পয়সা খরচ—অনেক অর্থের শ্রাদ্ধ। লণ্ডনস্থ আমার একজন বাঙ্গালী বন্ধু নাচ শিখিয়া বলিয়াছিলেন, যে দেশের পুরুষেরা স্ত্রীলোকের সহিত একত্রে নাচে না, সে দেশ অসভ্য!! লণ্ডন অপেক্ষা প্যারিস সভ্যতর—নাচেরও এখানে ধূম বেশী। নাচ ঘর গণ্ডা গণ্ডা;—গণিয়া উঠা ভার!—তন্মধ্যে 'মাবিল্' একটী প্রধান। এখানে সপ্তাহে তিন দিন সুন্দরীরা বিনা পয়সায় যাইতে পারেন; আর অন্য কয় দিন তাঁহাদের প্রবেশের দাম, পুরুষদের অর্দ্ধেকেরও কম। ইহাতেই বুঝিয়া লও, এখানে কত স্ত্রীলোক আসিয়া রঙ্গভূমি উজ্জ্বল করেন, আর তাঁহাদের আনিবার জন্য নাচঘরের অধ্যক্ষদের আগ্রহ ও যত্নই বা কত।

কালেজের ছেলেদের পল্লীতে আর একটী সুপ্রসিদ্ধ নাচঘর আছে। আমাদের দেশের গোঁড়, ভীল প্রভৃতি অসভ্য জাতীর—(আমরা বলি অসভ্য) নাচ দেখিয়াছি কিন্তু ফ্রান্সের ডুপুরে

(দুপুর রাতের) মাতনের কাছে, ইহাদের নাচ কোথায় লাগে?)

পারিসের সকল স্থানই—বিশেষত নাচ ঘরগুলি সুচারু-সজ্জিত ও উত্তমরূপ আলোকমালায় বিভূষিত। নাচ ঘরের এক দিক একেবারেই খোলা,—সে দিকে সুরভি বাগান, নিকুঞ্জকানন, লীলা-খেলার স্থান, তরুলতামণ্ডপে বসিবার বেঞ্চ, কৃত্রিম পাহাড় ও কৃত্রিম ফোয়ারা; এখানেও আলো আছে,—কিন্তু কম, মধ্যে মধ্যে লতাচ্ছাদের ভিতর অন্ধকার; টুক্ টাক্ পানীয় সামগ্রীও এখানে অপর্য্যাপ্ত। রাত্রি আটটার পর কাফে হইতে যুবক যুবতীরা কাতারে কাতারে, যুগলমূর্ত্তিতে, যোড়ে যোড়ে, আসিতে আরম্ভ করিল; যুবকদিগের মধ্যে কালেজের ছেলেদের সংখ্যাই অধিক। দুর্ভাগ্যক্রমে যাহারা বে-যোড়, তাঁহারা আসিবামাত্রেই তাহাদের যুড়ী মিলিতেছে। ক্রমে নাচ্ঘর গুল্জার; সুমধুর ব্যাণ্ড বাজিতে লাগিল; যুগলমূর্ত্তিদের হৃদয়তন্ত্রী তালে তালে নাচিয়া উঠিল; অমনি হাত ধরিয়া, গা ধরিয়া, কোমর ধরিয়া,—পা তুলিয়া, পা দোলা-

ইয়া, কখন বা ঘুরিয়া ঘুরিয়া, কখন বা সুমুখী-সুমুখী আগিয়া পিছিয়া, কখন জোরে, কখন ধীরে, তালে তালে, দলে দলে, যুবক যুবতীরা নাচিতে আরম্ভ করিল। এক এক দলের চারিদিকে লোকের ভিড়—তাহারা আমোদ দেখিতেছে,—নর্ত্তক নর্ত্তকীদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর অনিমিষ লোচনে চাহিা রহিয়াছে। বাগানেও লোকের ভিড় বড় কম নহে। যাহাদের যুড়ী মিলিয়াছে, তাহারা অপেক্ষাকৃত অন্ধকার স্থানে, ফোয়ারার কাছে, লতা-ছাউনির নীচে, "রিফ্রেশমেণ্ট" লইতেছে; আর ফিস্ ফিস্ করিয়া কথা কহিতেছে। যারা এখনও বিযোড়, তাহারা ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া এদিক, ওদিক চাহিতেছে, ও পদচালনা করিতেছে। কেহ কেহ হাঁ করিয়া, কোন্ দিকে 'কি—যেন—বিশেষ—কিছু' লক্ষ্য করিয়া তাকাইয়া রহিয়াছে। প্রেমিক যুগলের ফিস্ ফিস্ শব্দ, গল্পের কিলিবিলি কোলাহল, হাসির হাঃ হাঃ রব, আর নর্ত্তক নর্ত্তকীদের জুতার ধপ্‌ধপানি, দর্শক মণ্ডলীদের বাহবাধ্বনি—ক্রমে নিকুঞ্জকাননকে মাতাইয়া তুলিল। ব্যাণ্ডের বাজনা

রাত্রির সঙ্গে সঙ্গে বাড়িতে লাগিল—রাত্রি দুপুর! তবু নাচনার ধূম দেখে কে? দুই এক গ্লাস লঘু গুরু সকলেরই পেটে পড়িয়াছে,—সেই সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ের স্ফূর্ত্তি ও নাচের তেজও বাড়িতে লাগিল, লম্ফে ঝম্ফে মেদিনি কম্পবান, শ্যাম্পেন রসে নিকুঞ্জকানন ভাসমান; হুঙ্কার শব্দে আকাশ ফাটিল; যুবক যুবতীরা দুপুরে মাতনে মাতিল।

বাঙ্গালী পাঠক! তুমি বলিবে "একেই কি বলে সভ্যতা?" কিন্তু তুমি আদার ব্যাপারী, জাহাজের খবর রাখ কি?

ক্লেরমোঁ (Clermont), লিয়োঁ (Lyon)।

এ সব দেশে বেড়ান আদৌ কষ্টকর নহে। কোন হ্যাঙ্গাম নাই; চাকর বাকর সঙ্গে লইবার প্রয়োজন করে না। ক্লেরমোঁর ষ্টেশনে পৌঁছিলাম; যে হোটেলে যাইব ঠিক করিয়াছি, তাহার চাকর হাজির। সে আমার জিনিসপত্র ঠিক্ ঠাক্ করিয়া হোটেলের গাড়ীতে উঠাইল। আমি হোটেলে আসিলাম, পছন্দমত ঘর লইলাম। ডিনারের সময় হইল; নানাবিধ চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য পেয় প্রস্তুত।

আমি এখন যে অঞ্চলে আসিলাম, বাঙ্গালি ইহার পূর্ব্বে সেখানে কখনও আসিয়াছে, কি না সন্দেহ। পারিসে যত দিন ছিলাম, এক জনও বাঙ্গালি দেখি নাই। তবে সেখানে মধ্যে মধ্যে বাঙ্গালির সমাগম হয়। কিন্তু ক্লেরমোর নামও হয় ত অনেকের কাছে অপরিচিত। কিন্তু এখানে দেশ বিদেশ হইতে অনেক লোক আসিয়া থাকে; কারণ, ইহার নিকটে কতকগুলি তীর্থস্থান।

প্রথমতঃ, স্নান করিবার জন্য অনেক যাত্রীর আগমন। সভ্যদেশে পয়সা রোজগার করিবার অনেক রকমের ফন্দি দেখা যায়। ক্লেরমোঁ অঞ্চলে ধাতব জলের (Mineral water) অনেকগুলি প্রস্রবণ আছে; সেই জলে স্নান করিলে পুণ্য হয়,—চিররোগ আরাম হয়। বড় বড় অট্টালিকাতে সেই জল আনা হইয়াছে; যাত্রীরা ঘণ্টাপিছে বার আনা, এক টাকা, বা ততোধিক হারে দাম দিয়া তাহাতে স্নান করে। স্নানাগারের অধ্যক্ষদের বেশ লাভ হয়।

দ্বিতীয়তঃ, এককালে যুগযুগান্তরে, এখানে

অগ্নিদেবের আবির্ভাব হইয়াছিল; অনেক কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। সে সব দেখিবার জিনিস, দেখিতে অনেকে আসেন। স্থইদডোম, পুইদ পারিউ প্রভৃতি পাহাড়ে, যে সকল গহ্বর (Cratet) দিয়া পৃথিবীর অধস্তল প্রদেশ হইতে, উষ্ণ ধাতব নিঃস্রবে, চতুঃপার্শ্বস্থিত দেশ প্লাবিত ও দগ্ধ করিয়াছিল, সে সব গহ্বর এখনও বিদ্যমান। পৃথিবীর অন্যান্য অনেক স্থানে এই রকমের নিস্তেজ ভল্‌কেনো ("আগ্নেয়-গহ্বর") আছে; কিন্তু আর কোথাও উহাদের আকৃতি, গহ্বর ইত্যাদি এরূপ স্পষ্টরূপে দেখা যায় না। আমাদের দেশে দাক্ষিণাত্য এবং মালব প্রদেশে আগ্নেয় প্রস্তরদ্বারা অনেক উচ্চ উচ্চ পাহাড় পর্ব্বত নির্ম্মিত হইয়াছে; কিন্তু যে নিঃস্রব (Lava) জমাট বাঁধিয়া এখন প্রস্তর হইয়াছ, কোথা হইতে, কিরূপে, তাহা নির্গত হইয়াছিল ঠিক্ করা দুঃসাধ্য। এখানে, কোন্ নিঃস্রবের পর কোন্ নিঃস্রব, কোন্ গহ্বর হইতে কোন্ নিঃস্রব বাহির হইয়াছিল, তাহা পর্য্যন্তও চেষ্টা করিলে দেখা যায়।

এ অঞ্চলে যতগুলি নিস্তেজ ভল্‌কেনো আছে, তার মধ্যে পুইদডোম সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ; ইহার শিখর দেশে একটী মানমন্দির স্থাপিত হইয়াছে। পুইদডোমের উপর উঠিবার জন্য উত্তম রাস্তা। তাহার চূড়ায় দাঁড়াইয়া চারি দিকের অপূর্ব্ব শোভা দেখিলাম। যেখানে এককালে অগ্নি-দেবের একাধিপত্য ছিল, যাহার চতু-পার্শ্বে কত ক্রোশ পর্য্যন্ত, ধাতুনিঃস্রবের উত্তাপে এবং উদ্গত প্রস্তর খণ্ডের উৎপাতে, প্রাণী তিষ্ঠিতে পারিত না, আজ সেখানে ঘাস, গাছপালা জন্মিতেছে, প্রকৃতির শোভাবর্দ্ধন করিতেছে; আজ সেখানে পাখীরা আনন্দে গাইতেছে, জন্তুগণ হর্ষে চরিতেছে; আমরা বেড়াইতে, "চড়ুইভাতি" করিতে আসিতেছি। যে গহ্বর দিয়া আগ্নেয় পদার্থ নিঃসৃত হইয়াছিল, তাহা পর্য্যন্তও দেখিতেছি।

পারিসের পরই, লিয়োঁ ফ্রান্সের বড় সহর। কিন্তু পারিস বর্ণনার পর ফ্রান্সের অন্যান্য নগরের বিশেষ বর্ণনার প্রয়োজন করে না। কারণ, অন্যান্য ছোট বড় সব স্থান পারিসের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ;—সেখানকার মত কাফে, যাদুঘর, বিশ্ব-

বিদ্যালয় ইত্যাদি। এখানে বিশেষ দৃশ্যের মধ্যে চীন, জাপান, এবং ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় একটী যাদু-ঘর। ইহা গবর্ণমেণ্টের নয়, এখানকার এক জন ধনাঢ্য লোক নিজের খরচে ইহা নির্ম্মাণ করিয়াছেন এবং ইহার সংগ্রহ একত্রিত করিয়াছেন। ইহার জন্য তাঁহার খুব উৎসাহ। তিনি বৌদ্ধ-ধর্ম্মের পক্ষপাতী। ফ্রান্সে বুদ্ধের এবং বৌদ্ধধর্ম্মের বড় আদর।